মণি-কল্যাণ

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত

প্রকাশক
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৫

মুদ্রাকর
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট প্রেস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমান্ রথীন্দ্র নাথ সেন (সম্পুবাবু)

এলাহাবাদ।

দিন-দুপুরে সাঁঝ-সকালে বলিস্ সম্পু যাদু,
—গল্প বল, মজার গল্প, লক্ষ্মী ছেলে দাদু,
বাঘ-কুমীরে দারুণ লড়াই,
খ্যাকশেয়ালী, ভোঁদড়, চড়াই,
দৈত্য টিপুক ভূতের টুঁটি, শিহরে উঠুক্ বুক।—
তোমায় যখন গল্প বলি,
শিশির-ধোয়া ফুলের কলি,
চাঁদের মতন, ভেসে ওঠে, লক্ষ কচি মুখ।
স্নেহের মাণিক সবাই যারা
নীল আকাশের উজল তারা
তাদের তরে, তোমার করে, লও খেয়ালের দান।
বই পড়ে সব হাসবে যখন,
হাল্কা হবে ভয়-পাওয়া মন,
অযুত বীণার সুরের লহর জুড়াবে মোর কান।

দাদু।

মণি-কল্যাণ

প্রথম ভাগ

— এক —

শৈশবে মামার বাড়ী এসেছিল কল্যাণ। কিন্তু সে আজ এগারো বছরের ছেলে—শৈশবের কথা মনে ছিল না। এক একটা প্রকাণ্ড গাছ কেবল তার স্মৃতি জাগাতো। মনে হ'ত এরা যেন পুরাতন মিত্র। কিন্তু যে বৃক্ষ অন্ততঃ পিতামহের বয়সি সে কেমন ক'রে বন্ধু হ'তে পারে? তাদের পাশে তাকে দেখে মনে হ'ত যেন মনুমেণ্টের গায়ে ঠেসান দেওয়া ছড়ি।

আর একটা চিন্তা তাকে আশ্চর্য্য করতো। ভালো রে ভালো! মামা তো তার কস্মিন্‌কালে ছিল না। দোয়েলপুরের এ বাড়ি তো তার মাতামহ শ্রীযুক্ত বিষ্ণু ঘোষের। দাদুর বাড়িকে মামার বাড়ি কেন বলে সবাই? মাথা নাই মাথা ব্যথা।

তার মা ছিলেন স্বর্গে। কাকে জিজ্ঞাসা করে সে এ রহস্যের কথা। মাসিমা আছেন। তিনি যত্নও করেন বিস্তর। কিন্তু

এই তিন দিনেব পরিচয়ে তাঁকে হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা কর্লে কে জানে মাসিমা কি ভাববেন।

অতঃপর সে তাব মাসতুতো ভাই মণি দাদাকে প্রশ্ন কবলে—

—আচ্ছা ভাই মণিদা এই মজার দেশে সকলেব চেয়ে মজাব কথা কি বল দেখি? তুমি তো রস-গোল্লা কাগজের হেঁয়ালীব উত্তব ঠিক্ কব।

মণিদাব নাম মণীন্দ্রমোহন বসু। সে তেবো উত্তীর্ণ হয়ে চৌদ্দয় পা' দিয়েছে। সে আমগাছেব মগডালে উঠ্‌তে পাবে। পান্তী-পুকুর সাঁতরে পার হ'তে পারে। ষাঁড় ক্ষেপে যখন নদীব পাড়ে মাটী খোঁড়ে, সে দূব থেকে তাকে ঢেলা মেরে—হ্যা বা বা বা —ব'লে দে চম্পট দিতে পাবে। মণিদা গুণী।

একটু হেসে মণিদা বল্লে—নামের কি মানে আছে? মামার বাড়ি মামার বাড়ি। দাদুর যদি ছেলে থাক্‌তো তিনি তো আমাদের মামা হ'তেন।

কল্যাণ অবুঝ নয়। একটু দেরিতে বোঝে। কিন্তু যখন বোঝে যে বক্তা সত্য বলছে—সে স্বীকার করে। অতএব সে বল্লে—তা' নিশ্চয়। এখন বুঝেছি বাতাসার দোকানটা কেন আমতলার দোকান। অর্থাৎ যদি ওখানে কেউ বুদ্ধি করে একটা আমগাছ পুঁততো তা হ'লে ওখানে বাতাসার দোকান থাকতো না।

—ঠিক্ বলেছিস।—বল্লে মণি।

কিন্তু বাতাসার দোকানের নাম শুনে তার জিভটা একটু ভিজে ভিজে মনে হল।

সে বল্লে—এই ধর তোমাতে আমাতে মাস্‌তুতো ভাই।

—সেটা কিন্তু মণিদা ঠিক্। তোমার মা আমার মাসিমা।

কল্যাণ নিজের মা'র কথা কাকেও বলত না। মার কথা মনে হ'লে তার বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণা হ'ত। কে যেন একটা অসুর তার গলার নলী টিপে ধরতো।

মণীন্দ্রমোহন ব'ল্লে—সেটা ঠিক্। কিন্তু চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই। আমরা কি চোর?

কল্যাণ একটু ভাব্‌লে। বল্লে—নই কেন? না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। সে দিন ময়না পালের গাছ থেকে যে কালো জাম পেড়ে খেলাম তার কি অনুমতি নিয়েছিলাম?

—আবশ্যক হয় না। কালো জাম গাছের ফল। গাছ সৃষ্টি করেন ভগবান। যাক্ আজ একটা কাজ আছে।

মণীন্দ্র কাজটা বোঝালে কল্যাণকুমার মিত্রকে। বাতাসাওয়ালী নন্টুর মা—মামার বাড়ির মত। নন্টু ব'লে কস্মিনকালে কেহ নাই। অতএব তার দোকান থেকে যদি দু'জনে দু'মুঠো বাতাসা নিয়ে পান্তীপুকুরের জলে ভিজিয়ে সরবত পান করে—মন্দ কি?

কল্যাণ ভেবে বল্লে—বিশেষ যখন আমরা মাস্‌তুতো ভাই। কিন্তু বৃদ্ধার যে রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—এ কার্য্যে সফল হওয়া কঠিন।

মণি বল্লে—দেখ ভাই কল্যাণ যখন একটা কাজে হাত দিতে

হয়—অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে কাজ আরম্ভ করলে হেরে ঢোল হতে হয়।

মাথা আর মুণ্ডু! ভাবলে কল্যাণ। ইচ্ছা হ'ল কাজ করলাম। তার অগ্র আবার পশ্চাৎ। ধ্যুৎ।

কিন্তু সে মুখে কিছু বল্লে না।

উৎসাহ পেয়ে মণি বল্লে—নণ্টুর মার রামছাগলের উপর খুব টান। মুড়িওয়ালী ন্টুর মা ওর শত্রু। ন্টু আড়ালে আবডালে পেলে ওর রামছাগলের ন্যাজটা আস্‌টা মোলে দেয়।

উভয় পরিবারের এ সব নিগূঢ় রহস্য-কথা দোয়েলপুরের নবীন আগন্তুক কল্যাণকুমার জানতো না। তার শ্রদ্ধা বাড়লো মণিদার প্রতি।

মণি বল্লে—তুমি গিয়ে বলবে বুড়িকে—ওগো নণ্টুর মা ন্টু তোমার ছাগলের ন্যাজ ধরে টানছে। সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলছে—ব্যা ব্যা ব্যা ব্যা। আহা! অবলা জন্তু কথা কহিতে পারলে খুনোখুনি হ'ত।

কল্যাণ মুখস্থ করলে কথাগুলা—যাত্রার দলের অভিনেতারা যেমন বক্তব্য মুখস্থ করে।

কিন্তু তারা যখন আমতলায় গেল আর কল্যাণ সমাচার দিতে আরম্ভ করলে তাকে বলতে হ'ল মাত্র—ছাগলের ন্যাজ—অবধি।

অনেকগুলা রোগের নাম করতে করতে যখন নণ্টুর মা ন্টুর মুড়ির দোকানের দিকে অগ্রসর হ'ল গাছ-কোমর বেঁধে—ওরা দুজনে দুমুঠো টাট্‌কা বাতাসা নিয়ে পিট্‌টান দিলে।

নণ্টুর মা ও ফণ্টুর মা—৪ পৃঃ

সে দিন আমতলায় যে তুমুল কাণ্ড হ'ল সে ব্যাপার বিষ্ণু ঘোষ মশায়ের দুটি দৌহিত্র দেখেনি। নিজেদের খেয়ালে ছিল তাই এরা দুজন বৃদ্ধার ভাষা শোনেনি। দেখ্‌লে বা শুন্‌লে তাদের চক্ষু এবং মন অপবিত্র হ'ত।

পাশের বিড়ির দোকান থেকে নন্দী মশায় গোড়া থেকে শেষ অবধি ব্যাপারটা দেখেছিলেন। যাব-কি-যাবনা বল্‌ব-কি-বল্‌ব-না এই রকম দো-টানার বাধা অতিক্রম ক'রে তিনি ঘোষ মশায়ের চাতালে গিয়ে তাঁর দৌহিত্র-যুগলের কীর্ত্তি-কাহিনী বল্‌লেন।

—বদমায়েস্‌ হ'চ্চে ঐ বুড়টা। সঙ্গ-দোষে গ্রাম নষ্ট।—বললেন বিষ্ণুবাবু।

কিন্তু সঙ্গীদের কাকেও খুঁজে পেলে না নফর সর্দ্দার। কারণ সে নিজেই ওদের নদীর ধারে বটগাছের তলায় লুকিয়ে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিল।

কর্ত্তা বাবুর রাগ আধ-ঘন্টার বেশি থাকে না।

— দুই —

নূতন-শেখা বিদ্যার সদাই সদ্ব্যবহার করতে চায় নবীন শিক্ষিত। বিশেষ সে বিদ্যাটা যদি হয় গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, কিম্বা গুলি-ডাণ্ডা খেলার। কল্যাণকুমার অবলীলাক্রমে গাছে উঠতে শিখেছিল— কাঠ-বেড়ালীব মত। সাঁঝে সকালে সুবিধা পেলেই সে একটা না একটা গাছে চড়ে বস্‌তো আর ভাবতো —কেয়া মজাদার !

বিষ্ণুবাবু শিক্ষিত লোক। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার। সরকারী চাকুরী ক'রে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করেছেন। তারপর পেন্সন নিয়ে এখন তিনি নিজের গ্রামে বাস করছিলেন। বড় মেয়ে মণির মা—কাছে থাক্‌তো। অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে মাতৃহীন কল্যাণকে কিছুদিনের জন্য দেশে এনেছিলেন।

কল্যাণ কেবল মাতৃহীন নয়। সে পিতৃহীন। শৈশবে তার পিতা স্বর্গে গিয়েছিলেন। তার কাকা আব কাকীমা তাকে কলি-কাতা হ'তে মামার বাড়ী আসতে দি'তেন না। কিন্তু এবার তাঁরা বিষ্ণুবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পাবেন নি। কলিকাতায় ছেলেরা কেবল পুঁথিগত বিদ্যা আব জ্যাঠাম শেখে। তাই পল্লী-গ্রামে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে অনুমতি লাভ কবেছিল কল্যাণ। কাকা-কাকীমা মনের মাঝে একটা বেদনা অনুভব করলেন। কিন্তু তাঁরা ছেলেব ভাবাকাঙ্ক্ষা নষ্ট করতে পাবলেন না—নিজেদের মন কেমন করবে ব'লে।

দোয়েলপুরের জমিদারের বলিষ্ঠ পুত্র রণবীর—মণির সমবয়স্ক। তার ঘোড়া ছিল—এদের নাই। তার অনেক চাকর ছিল। ঘোষ মশায়ের নাতিদের মাত্র নফর সর্দ্দার। নফরকে গরুর জাব কাটা থেকে ডাক-ঘর থেকে চিঠি আনা অবধি সকল কাজ করতে হত।

মণি আর কল্যাণ যখন নদীর ধারে, বনের মাঝে, চষা-জমীর আলে আলে, নিজের মনে বনের হরিণ শিশুর মত নেচে কুঁদে বেড়াতো, তাদের দেখে রণবীরের হিংসা হ'ত। কিন্তু ও রকম ক'রে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ালে তার পিতার সম্ভ্রম নষ্ট হবে—এ ধারণা রণবীরের মাথায় প্রবেশ করেছিল—তার পিতার পাঁচজন অনুগ্রহ-জীবির কু-শিক্ষায়। তারা বল্‌ত—ছিঃ! জমিদারের ছেলে অমন ক'রে ঘুরে বেড়ালে—ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজার ভেদাভেদ লোপ পাবে।

কাজেই এই দুটি ছেলের খেলা দেখে তার মন মলিন হত, সামান্য একটু রাগ হত। রণবীরের মন বলত—দুত্তোর ভেদাভেদ। সে যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতো—দেখতো গ্রামের সকল লোকের আসল আদর পায় মণি কল্যাণ। তার পাওয়া আদর নকল—ভয়ে আদরের অভিনয়। মণি-কল্যাণ নন্টুর মার রামছাগলের গলায় বনফুলের মালা দিয়ে, সিঙে দেবদারু-পাতা জড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো—তাতে নন্টুর মা হাসতো—এদের বাতাসা দিত খেতে। অমন আদরের দেওয়া বাতাসা তার সঙ্গে আসল স্নেহ রণবীর পেতো না।

মণির একটা বদ অভ্যাস ছিল। দেওয়া-বাতাসা তার কাছে

তেঁতুলের মত টক্ লাগ্‌তো। না-বলে-নেওয়া বাতাসার পানা না পান করলে তার তৃষ্ণা নিবারণ হত না।

এ সব ব্যাপারের খবর পৌঁছিত রণবীরের কাণে। তার দু'জন বন্ধু ছিল। তার পিতার খাজাঞ্চী বাবুর ছেলে। তারা জমিদারের ছেলের বন্ধু ব'লে গ্রামের অন্য ছেলেদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশ্‌তো না। আচরণে এবং কথায় তারা মোটেই মিষ্ট বা শিষ্ট ছিল না। কাজেই গ্রামের তরুণরা তাদের বল্‌তো অশ্লেষা আর মঘা।

একদিন মণি ও কল্যাণ দুটা ছোট ছোট ডাবের মুচি কুড়িয়ে খেলো হুঁকা তৈয়ার করেছিল। অর্থাৎ ডাবের মুচিতে একটা কাঠি গুঁজে দিয়ে তার ওপর এঁটেল মাটির একটা কলকে তৈরি ক'রে গ্রামের দোকানদার ও চাষা ভাইদের দেখিয়ে খুব বাহবা লুট্‌ছিল।

গোবিন্দ সামন্ত বল্লে—তোমাদের বাবু বুদ্ধি খুব। বেঁচে থাক।

ফেলারাম বল্লে—নিজের মনে খেলে বেড়াও—তোমরা বেশ। বড় মানুষের ছেলের পোঁ-ধরা হ'লে ছেলে পিলে নষ্ট হয় পর-গাছার মত।

শেষ কথাটা বল্লে ফেলু মণ্ডল অশ্লেষা-মঘাকে দেখে।

এদের আদর দেখে গুমরে মরত অশ্লেষা-মঘা। কোথাকার ভিন্ন দেশের ছেলে—বাবুদের বাড়ি যায় না—অথচ টুকটুকে চেহারা, মুখে সদাই হাসি—গায়ে হাতকাটা জামা—পায়ে নূতন ধরণের চটি।

তারা ক্ষুদ্র। পরের বাতির আলো লেগে যার দেহ উজ্জ্বল

হয় সে সত্যই আঁধারের জীব। যে নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পাবে—সে আসল খোঁড়া।

যে পঙ্গু—তার মন ক্ষুদ্র ও দীন। যে ছোট সে নিশ্চয় দেখাতে চায় যে সে বড়। আর যে পরের বলে বলবান তাব মন সদা চায় জোর দেখাতে।

অশ্লেষা ঘুরে দাঁড়ালো। সে ফেলারামের দিকে তাকিয়ে বল্লে —তোমার কি পিঠ সরসব করছে?

মঘা বল্লে—শুধু তোমার না—যারা ওস্কাচ্চে তাদেরও।

মণি বল্লে—ওস্কানো কি আমাদের বল্‌ছ?

কল্যাণ বল্লে—বক্সিং লড়বে না কুস্তি?

অশ্লেষা বল্লে—আমরা গুণ্ডা নই যে লড়ব।

মঘা বল্লে—ভবঘুরেদের সঙ্গে আবার লড়ব কি?

মঘা ভাঙ্গে তো মচকায় না। লড়বনা বল্লে—কাপুরুষ হয়।

কল্যাণ ভবঘুরে মানে জান্‌তো না। সে বল্লে—মণিদা এরা ঘুরবে।

তার কথা শেষ হতে না হতে অশ্লেষার হাত ধরে খুব জোরে মণি তাকে ঘোরাতে লাগলো। শেষে যখন হাত ছেড়ে দিলে— সে ঠিক্‌রে গিয়ে মাদাব গাছের গায়ে পড়লো। ভাই কল্যাণ মঘাকে ধরে ঐ রকম ঘোরাতে লাগলো। দে পাক্ দে পাক্। তারা ছাড়া পেয়ে মণি-কল্যাণকে কিছু না বলে ফেলু মণ্ডলকে গালাগালি দিল।

বিজলীর ঝলকের মত এ কথা মণীন্দ্রর মাথায় খেল্‌লে—

বয়সে বড়কে যে কু-কথা বলে তার শাস্তি আবশ্যক। কাজেই সে অশ্লেষাকে একটা বিরাশী সিক্কা ওজনের চড় মেরে বল্লে—ফেলা-রামবাবু তোমার বাপের বয়সি—তাঁকে অপমান। খবরদার।

কাজেই কল্যাণ মঘাকে ঐ পরিমাণ চপেটাঘাত কর্ল্লে।

কাপুরুষ অশ্লেষা-মঘা। তাড়া-খাওয়া শেয়ালের মত ছুটলো। দে ছুট দে ছুট।

কিন্তু ফেলু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। বল্লে—কি করলে বাবুরা? চক্রবর্ত্তী শয়তান আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে।

মণি বল্লে—আমরা জল দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেব।

কল্যাণ বল্‌লে—আমি দমকলের আগুন নেভানো দেখেছি।

সাহসে সাহস আনে। ফেলু বল্‌লে—আচ্ছা দেখা যাবে।

ফেলারাম মণ্ডল বেশ গল্প বল্‌তে পারে। কল্যাণ তাকে ধরলে—ফেলুবাবু একটা গল্প বলুন না।

অগত্যা মাদার গাছের তলায় সাঁকোর পাড়ে বস্‌লো ফেলু। আগ্রহে মণি ও কল্যাণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রহিল।

ফেলু বল্‌লে—এক ছিল রাজা—তার দুই রাণী। এক রাণী সধবা, এক রাণী বিধবা।

মণি বল্‌লে—তাও কি হয়, বিধবা কখন রাণী হয়।

কল্যাণ বল্লে—ঠিক বলেছ। সে দিন নণ্টুর মা বল্লে—আমি গরীব বিধবা। সে তো গরীব মানুষ—রাণী তো নয়।

ফেলু বল্‌লে—গল্পে হয়।

—ওঃ।—বললে তুই মাসতুতো ভাই।

ফেলু বললে—যে রাণী বিধবা তার তিন ছেলে—একজনের মাথা নাই, একজনের পেট নাই, একজনের হাত নাই।

মণি বললে—ওঃ! বুঝেছি।

কল্যাণ বললে—আমিও বুঝেছি।

ফেলু বললে—কি বুঝেছ বল ত।

কল্যাণ বললে—এটা ঠাট্টার গল্প—হাসির গল্প।

মণি বললে—অর্থাৎ ফষ্টিনষ্টি। আচ্ছা বলুন ফেলু বাবু।

ফেলু বল্লে—যে ছেলেটার পেট নেই সে বল্লে—দাদা বড় ক্ষুধা পেয়েছে।

বড় ভাই বল্লে—তোর পেট জ্বলেছে। আমার একটা বুদ্ধি এসেছে।

ছোট ভাই বল্লে—তোমার মাথা নাই মাথায় বুদ্ধি এসেছে—মেজদাদার পেট নাই পেট জ্বলেছে। আমার যখন হাত নাই আমাকে দেখছি রাঁধতে হবে।

তারা বল্লে—নিশ্চয়।

তখন তারা তিন ভাই একখানা গাড়ি চড়লে—যার চাকাও নাই—যাতে ঘোড়াও নাই।

সেই গাড়ী চড়ে তারা বাজারে গেল। প্রকাণ্ড বাজার। তাতে একটিও দোকান নাই—একটি দোকানীও নাই।

এবার আনন্দে হাত তালি দিলে কল্যাণ। সে বল্লে—ভারি

মজার গল্প। নয় মণিদা? আমাদের মামার বাড়ির মত। মামা নাই মামার বাড়ি—নণ্টু-হীন নণ্টুর মা।

ফেলু বল্লে—তারা একটা হাঁড়ির দোকানে গেল। সেখানে ছিল দু'টা হাঁড়ি। একটার কানা ভাঙ্গা—একটার তলা ফুটো।

যে হাঁড়িটার তলা ভাঙ্গা তারা সেই হাঁড়িটা কিন্‌লে। যে গাছে ধান জন্মেনি—সেই ধানের চাল কিন্‌লে। যে গাছ গজাতে না গজাতে ছাগলে খেয়ে গিয়েছিল সেই গাছের আলু, বেগুণ, থোড়, মোচা সব কিনলে। আরও এই রকম সব ভালো ভালো জিনিস সংগ্রহ কর্ল্লে।

তারপর উনুনে আগুণ ধরালে। কাট নাই কয়লা নাই—

এবার কলিকাতার ছেলে কল্যাণ বল্লে—বিজ্‌লীর উনান।

ফেলু দম্‌বার লোক নয়, বল্লে—সে দেশে বিজলী ছিল না।

রাঁধা বাড়া ক'রে রাজপুত্তুররা নাইতে গেল।

দেশে দুটা পুকুর। একটাতে জল ছিল না। আর একটা কাটা হয়নি—সেখানে বাড়ি ঘর ছিল।

যে পুকুর কাটা হয়নি, সেই পুকুরে নাইতে গিয়ে তিন ভাই ডুবে গেল।

—ডুবে গেল। ডুবে গেল।—ব'লে হাত-তালি দিতে দিতে মণি-কল্যাণ বাড়ি গেল। যে পেট তাদের আছে—সে জ্বলেছিল—চাঁদের মত যে মুখ তাদের আছে—তারা হাসিতে উজ্জ্বল।

— তিন —

সন্ধ্যা তখনও নিজের কালো আঁচলে গাছ-পালা পথ-ঘাটের দেহ ঢাকেনি। নিজের বাগানের রাঙা রাস্তার উপর দিয়ে এসে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু ঘোষ মহাশয় বড় রাস্তার ধারে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে শান্তি, হাতে রূপা-বাঁধানো হুঁকা—মনে জগদীশ্বরের চিন্তা।

বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। রাজ্যের পাখি সৃষ্টি-ছাড়া কলরব ক'রে গাছের শাখার পাতার ঝোপে বসছিল। যে পথে সূর্য্যদেব অস্ত গেছেন সে পথ বেশ জানা যাচ্ছিল—কারণ রাঙা বরণে রঙিয়ে উঠেছিল পশ্চিমদিকের আকাশ।

ভাবছিলেন ঘোষ মশায়—কি লীলা জগদীশ্বরের। আমরা তাঁর ছেলে। আমাদের আনন্দের জন্য তিনি কত রকম খেলার জিনিস গড়েছেন।

তিনি ভগবানের ছেলে—এই ভাবনার সঙ্গে ভাবনা এলো তাঁর নিজের মেয়েদের ছেলের। অশ্লেষা-মঘাকে তারা দুটো চড় মেরেছিল সে খবর তাঁর কাণে পৌঁছেছিল। না। এবার একটু শাসন করতে হবে। অবাধ স্ফূর্ত্তি ভাল না।

কিন্তু কোথায় তারা ?

—নমস্কার স্যার।

—এই যে প্রতাপচন্দ্র। কেমন আছ বাবা ? বেশ ভাল দেখাচ্চে। শরীরটা আগে।—বল্লেন অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার।

—আপনি স্যার বেশ আছেন। আস্‌তে পারিনি স্যার ক্ষমা করবেন। নিজেই সব কাজ দেখি।—বল্লে আগন্তুক।

ঘোষজা মহাশয় হেসে বল্লেন—বাবাজী তুমি হ'লে দেশের জমিদার—

—ছিঃ স্যার। কি বলছেন।

দিব্য নধর চেহারা ধবধবে রঙ প্রতাপচন্দ্রের। প্রতাপ বিষ্ণু বাবুর ছাত্র। দেশের জমিদার। রণবীরের পিতা।

তাঁরা গল্প করছিলেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে। তাঁদের পাশ কাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে মণি।

তাকে দেখতে পেয়ে দাছ্ বল্লেন—মণি শোন।

মণি সাহসী বীরের মত মাতামহের সামনে দাঁড়ালো। বুক্-ফোলানো কিন্তু মাথা হেঁট্। বল্‌লে—কি দাছ্?

—হাতে কি?

—লাড্ডু। আনন্দ লাড়ু।

বহু-কষ্টে হাসি চেপে বিষ্ণুবাবু বল্‌লেন—সন্ধ্যার সময় লাড্ডু হাতে ক'রে কোথায় যাচ্চ?

—দাছ্ বাজারে একজন বুড়ো লোক এসেছে। সে কিছু খায়নি—

—ওঃ! তা বাড়িতে এনে খাওয়ালে হত না?—জিজ্ঞাসা করলেন বৃদ্ধ।

—ও কি উঠে এতদূর আসতে পারবে দাছ্? খেয়ে যখন গায়ে জোর হবে তখন—

প্রতাপ হেসে তাকে জড়িয়ে ধরলে। বল্‌লে—বেশ ছেলে। পরোপকারী।

এবার দাত্ন হেসে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন—তুমি খাইয়ে এস। তোমার নামে নালিশ আছে। প্রতাপবাবু বিচাব করবেন।

সে ছুট্‌লো অনাহাবীকে খাওয়াতে।

অশ্লেষা-মঘাকে মারার কথা বল্‌লেন বিষ্ণুবাবু প্রতাপবাবুকে। অবশ্য তাঁবা অশ্লেষা-মঘা বললেন না। তাঁরা বল্‌লেন—গৌর-নিতাই। কারণ ঐ দুটাই তাদের বাপ-মার দেওয়া নাম।

প্রতাপবাবুর আনন্দ হল। বল্‌লেন—স্যার খুব ভাল হয়েছে। ঐ ছেলে দু'টারই বুদ্ধিতে রণু বালক নাই—মুরুব্বি। তার মাথায় ঢুকেছে—খেলা কবা পাপ।

—এই যে অনেক দিন বাঁচবে। তোমার নাম হ'চ্ছিল দাদা ভাই।

এ কথাগুলা বিষ্ণুবাবু বল্‌লেন বণবীরকে। কারণ ঠিক্ সেই সময় সে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো। ব্যায়ামের ফলে তার মুখ লাল হ'য়েছে। পুত্রকে এরূপ স্বাস্থ্যবান্ দেখলে তার পিতা আনন্দিত হ'তেন। তিনি বল্‌লেন—ঘোড়া থেকে নেমে হেড্-মাষ্টার মশায়কে নমস্কার কর।

তাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন হেড্‌মাষ্টার মশায় যখন সে তাঁর পদধূলি নিতে গেল।

রণবীর বল্‌লে—হেড্‌মাষ্টার মশায় আমার টুপিটা হাওয়ায় উড়ে গেল পেলাম না।

—কিছু পরোয়া নেই দাদু। একটা গেছে দুটা হবে। আমি তোমার বাবাকে হুকুম করছি ভাল টুপি আনিয়ে দেবেন।

জমিদার মশায় বল্‌লেন—সে কিরে খুঁজে পেলিনি।

—না বাবা ঐ বটগাছ তলায় মাথা থেকে উড়লো কিন্তু খুঁজে পেলাম না। আশ্চর্য্যি না বাবা ?

টুপির খোঁজ করা হবে—এ কথা ব'লে প্রতাপবাবু অন্য গল্প করতে লাগলেন।

রণু বাড়ির দিকে গেল। সেখানে মণি-কল্যাণ থাক্‌লে সে তাদের সঙ্গে ভাব করত। কারণ গৌর-নিতাইকে চপেটাঘাত করে তারা রণবীর রায়ের শ্রদ্ধালাভ করেছিল।

সন্ধ্যার পর পাঁচ সাতজন ভৃত্য এসে চারিদিক তোলপাড় করলে কিন্তু টুপি পেলে না।

তখন রসিক খানসামা চম্পু সহিসকে বল্‌লে—আমি জানতাম। ভরসন্ধ্যায় ঐ গাছতলাটা ভাল না।

চম্পু বল্‌লে—বড় লোকের কথা কাজ কি ভাই। কে না জানে ? বটু ঘোষের বটতলা আর নিবাস মালির বেলতলা।

তাদের সঙ্গে যোগ দিলে কানাই। সে নিজে এক রকম দেখেছে বল্‌লে চলে। ও গ্রামের কিনু সর্দ্দার যখন বড় কাতলা মাছ নিয়ে আসছিল বটু ঘোষের বটতলা দিয়ে—কে যেন তার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কাতলা মাছটা। কেহ বল্‌লে—ভাম কেহ বল্‌লে ভোঁদর। একজন বল্‌লে—শ্যাল অন্যে বল্‌লে নেকড়ে। কিন্তু—কাজ কি বাবা।

সে উদ্দেশ্যে অপদেবতাদের প্রণাম কর্‌লে।

এরা সবাই সিদ্ধান্ত করলে যে টুপি-চোর মানুষ নয়। ভূত—অপদেবতা।

ব্যাপারটার অন্তে রহস্য ছিল—তা না হ'লে জরির টুপি এত জোড়া চোখে পড়লো না কেন। জলে হ'লে না হয় সন্দেহ হত যে বোয়াল মাছে এ কু-কর্ম্ম করেছে। কিন্তু কুকুর শেয়াল বেড়াল ইঁদুর ভাম খট্টাস কেহ যে জ্যান্ত টুপি গিলে খায় এ সমাচার কেহ কখনও শোনে নি।

বটু ঘোষের বট্‌গাছ। মাথার টুপি উবে গেল—খোঁজ-খবর নাই। ব্যাপারটা যে নিছক্ ভূতুড়ে—এ সিদ্ধান্ত অনেকেই করলে।

— চার —

মণি আর কল্যাণ এক ঘরে রাত্রিবাস কর্ত্ত। নিজ নিজ শয্যায় শুয়ে তারা সারা দিনের কর্ম্ম ও অপকর্ম্মের আলোচনা করছিল।

মণি বল্‌লে—শুনেছ কল্যাণ? রণবীর রায়ের জরির টুপি ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে বট্‌গাছের ভূতে। ও বট্‌গাছে আর উঠো না।

কল্যাণ হাসছিল। ঘরে আলো ছিল না। তার হাসি মুখ দেখতে পেলে না মণি। কিন্তু খিক্ খিক্ শব্দ পেলে। সে

বল্‌লে—নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি ও গাছে আর চড়ব না ভূতের কামড় খাবার ভয়ে।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি ভাই? লোকগুলো ভয়ে ভাল ক'রে খোঁজেনি।

কল্যাণ বল্‌লে—মানুষ ভয় কেন পায় জানি না।

মণি বল্‌লে—বিশেষ ভূতের ভয়। আর যখন এ দেশের মানুষ শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করে।

মণি বল্‌লে—তাই দেশে এত বানর আর হনুমান।

এ রকম সমাজ-তত্ত্ব আলোচনা যে করে, আর বিশেষ যে মাস্‌তুতো ভাই, তার কাছে সত্য গোপন মহা পাপ। সুতরাং শ্রীমান্ কল্যাণ বল্‌লে—ও সব ভূত-টুত ভীষণ মিথ্যা। কাণ্ডটা মোটেই ভূতুড়ে নয়।

—সে বিষয়ে তোমার আমার কোনো সন্দেহ নাই ভাই কল্যাণ। হাওয়ার খেলা—সাধারণ হাওয়া—বারোমেসে হাওয়া। পথিক হাওয়া। ভূতুড়ে বদ্‌-হাওয়া নয়।

তার পর অন্ধকার ঘরে আড়াই মিনিট, পৌণে তিন মিনিট হাসলে কল্যাণ নিজের মনে।

মণি বল্‌লে—কি কাণ্ড!

কল্যাণ বল্‌লে—টুপিটা খোক্ খোক্ আমি—খোক্ খোক্ খোক্। হাসলে সে।

—তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ? খোক্ খোক্ বেশ তো মজা—খোক্ খোক্ খোক্—হাসলে মণি।

"টুপিটা আটকে গেল বঁড়শীতে"—১৯ পৃঃ

যখন তারা শান্ত হ'ল কল্যাণ বল্‌লে—মণিদা কাল সলুই মারা বঁড়শী আর ডোর চেয়ে নিয়েছিলাম কানাই মণ্ডলের কাছে—মনে আছে?

—ছবির মত—দুয়ের কোটা নামতার মত।

—সন্ধ্যার মুখে বট্‌গাছের মগ্‌-ডালে ব'সে পাখিদের বাসায় ফেরাব গান শুনছিলাম। দেখি দারুণ সমাবোহে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে নীল আকাশ।

নীল আকাশ?

—হ্যাঁ নীল আকাশ। অশ্লেষা-মঘা তাবার নাম। তারা ঘোবে নীল আকাশে। অর্থাৎ রণু। আমার হাতে বঁড়শী আর ডোব ছিল। অ্যায়সা টিপ ক'রে লাগালাম যে টুপিটা আট্‌কে গেল বঁড়শীতে। আমি ভোঁ ক'রে টেনে নিলাম।

—বলিস কি? জয় মহাত্মা গান্ধীকী জয়—ব'লে চীৎকার করলে মণি।

কল্যাণ বল্‌লে—আকাশ মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে কি না তাই রণু উপর দিকে না তাকিয়ে নীচে করতে লাগ্‌লো—খুঁজি খুঁজি নারি—যে পায় তারই।

তখন তারা বিছানা থেকে নেমে নাচ্‌তে লাগলো আব লে বাঘা—লে লুল্লু প্রভৃতি শব্দ করতে লাগলো।

অবশেষে তারা বল্‌লে—লাল ঝণ্ডা কী জয়।

শব্দর বাহন হাওয়া। হাওয়ার পীঠে চড়ে শব্দ গিয়ে পৌঁছিল হেড্‌মাষ্টার মশায়ের ঘরে।

সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করেছেন বিষ্ণুবাবু। শত শত পরের ছেলেকে নিজের আত্মীয়ের মত স্নেহে ও যত্নে শিক্ষাদান করেছেন। দুষ্ট ছেলেকে দমন করেছেন—শিষ্ট ছেলেকে উৎসাহ দিয়েছেন। নিজের গৃহে পরমাত্মীয় দুজন নাতির মনে এত সরল স্ফূর্ত্তি ' তিনি বড়ই আনন্দিত হ'লেন।

অতএব তিনি উঠে এলেন তাদের ঘরে। জিজ্ঞাসা করলেন—কি হ'চ্চে ? শোন নি গ্রামে ভূতের ভয় হ'য়েছে ?

এ সমাচারে তাদের উল্লম্ফন বৃদ্ধি পেলে। তারা চেঁচিয়ে বল্‌লে—ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ।

এবার মণির মা এসে বল্‌লেন—মণি কি অসভ্যপানা হ'চ্চে ?

কল্যাণ বল্‌লে—মাসিমা দাদু বলছেন ভূত আসবে। দাদু থাক্‌লে কি ভূতের ভয় করে মাসিমা ?

তাঁর পূজ্যপাদ পিতা-দেবতার বল-বিক্রমের উপর কল্যাণ-কুমারের অচলা ভক্তি আছে—বুঝলেন মাসিমা।

আহা কি মিষ্ট কথা ! স্নেহময়ী আনন্দ পেলেন।

কর্ত্তা বল্‌লেন—আচ্ছা দাদু যদি ভূত আসে কি হবে ?

মণি বল্‌লে—এক কথায় তাড়িয়ে দব।

—সে কথাটা কি দাদু ?—জিজ্ঞাসিলেন বিষ্ণুবাবু।

কল্যাণ বল্‌লে—ভূতের কাণে কাণে বল্‌ব—এই ভূত শিগ্‌গির গা-ঢাকা দে। সরে পড়। না হ'লে দাদু পড়া জিজ্ঞেস করবেন।

—কি জ্যাঠা ছেলে হ'য়েছিস রে তোরা—বল্‌লেন মাসিমা !

কর্ত্তা আনন্দে বল্‌লেন—আচ্ছা তবে ঘুমোও। না হ'লে এখনি পড়া জিজ্ঞাসা করব।

তিনি মনে মনে বল্‌লেন, মাষ্টারদের কি ভাগ্য! যাদের জন্য চুরি করি তারা বলে চোর। তা' সত্যি! পড়া জিজ্ঞেস করলে ভূত অবধি পালায়। একদিন আমিও তো ছাত্র ছিলাম।

— পাঁচ —

ভোরে উঠে মণি ও কল্যাণ নদীর তীরে বেড়াতে গেল। কলিকাতার গঙ্গা প্রশস্ত কিন্তু দু'দিক বাঁধা। উভয় কুলেই ইমারত আরম্ভ হ'য়েছে জোয়ারের জলের শেষ রেখায়। দু'দিক বাঁধা না থাকলে হয়তো গঙ্গার জল গড়িয়ে যেতে পারত বহুদূর বালির চরে। জলের উপর নেচে কুঁদে ভেসে যাচ্চে জাহাজ এবং নৌকা। তা দেখে আনন্দ হয়। কিন্তু সে আনন্দকে হারিয়ে দিয়েছিল—দোয়েলপুরের নদীর আলুথালু রূপ।

কল্যাণ বল্‌লে—মণিদা কলকাতার গঙ্গা যেন ফ্রেমে বাঁধা ছবি। যেমন ছবি মানুষে আঁকে আর মানুষে বাঁধে সোণালী ফ্রেমে।

মণি বল্‌লে—দোয়েলপুরের ঝিরঝিরি নদী ভগবানের হাতের তৈরী।

—আর ভাই যার সঙ্গে যা সাজে। জল যেখানে শেষ হয়েছে,

কুল সোজা সরল রেখা মাত্র নয়। আঁকা বাঁকা—যেমন যেমন কুল ধসেছে—নদীর ধাক্কা খেয়ে। যেখানে যেখানে বালির চর ভেঙ্গেছে, নদীর জল গড়িয়ে গিয়ে ফাঁকগুলি ভরিয়েছে। সরল রেখা কি আবার রেখা—কাপড়ের যেন পাড়।

মণি বল্‌লে—আর ভাই চিক্‌দিকে সাদা বালি। ওপারে আর এপারে মাটি ভাঙ্গা উঁচু পাড়—

—আর তাতে গাঙ্‌-শালিখের বাসা।

—আর চারিদিকে পাখির গান।

—আর—মণিদা শিগ্‌গির এসো। মজা। লে লুল্লু। পা টিপে টিপে এস।

কারণ নদীর কুলে একটা উলু-ঘাসের ঝোপে ছিল—একটা কাবুলীর টুপী ও পাগড়ি। চোঙার মত লাল টুপী—তার চারিদিকে জড়ানো খয়ের রঙের পাগড়ি যার গায়ে কালো কালো ফুট্‌কী।

গুরগণ খাঁ থাকে ওপারের কনক গ্রামে। সে পারঘাটায় পার হ'য়ে দোয়েলপুর, শালিক চর, ফিন্‌কী খোলা, কলার কাঁদি প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে কৃষকদের মাসে দু' আনা সুদে এক টাকা ধার দেয় আর আসলের চেয়ে সুদের তাগাদা করে।

গুরগণ খাঁ নমাজী মুসলমান। নমাজের সময় পথে ঘাটে যেখানে থাকে—ইসলামের নিয়মমত হাত পা কাণ মুখ ধুয়ে ওজু ক'রে নেমাজ করে। যেখানে জল পায় জলে ওজু করে—যেখানে জল পায় না, বালির সাহায্যে শুদ্ধ করে দেহ।

প্রার্থনা করবার পূর্ব্বে প্রক্ষালনের জন্য গুরগণ নেমেছিল

টুপী বদল—২৩ পৃঃ

নদীর কুলে। উঁচু চরে উলুব ঝোঁপে কুলাহ লপট্‌কা অর্থাৎ টুপী ও পাগড়ি রেখেছিল। চোঙার মত কুলাহ দেখে কল্যাণের মাথায় একটা ভাব এলো। তার গেঞ্জির নীচে বুকের ভেতর রণবীরের জরির টুপী ছিল। কুলাহর বদলে লপট্‌কার মাঝে সেই টুপীটা ঢুকিয়ে দিয়ে কুলাহ নিয়ে কর্পূরের মত উবে গেলে—পাঁচ শ' রগড় সাত শ' মজা হবে।

সে অতি সংক্ষেপে যখন তার মনের বাসনাটা জানালে মণীন্দ্র-মোহনকে—শ্রোতার স্ফূর্ত্তি হল কিন্তু একটা অজানা ভয় তার মনে জেগে উঠ্‌লো।

—কি জানি ফ্যাঁসাদে লোক কাবুলী। একটা না হাঙ্গামা হয়।

কল্যাণ বল্‌লে—মণিদা তোমার মুখে এই কথা। আমরাও বাঙ্গালী। মানুষ আমরা নহি তো মেষ।

—তা বটে।—বল্‌লে মণি, যখন মন্ত্রশক্তি তার বুকে বল দিলে।—ঠিক্ বলেছ ভাই কল্যাণ মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।

তারা ধীরে ধীরে টুপী পরিবর্ত্তন ক'রে নির্জ্জন আমবাগান কলা-বাগান ঘুরে বটু ঘোষের বট্‌তলায় এলো।

মণি বল্‌লে—এইবার ভূতুড়ে কাজটা ষোলকলা পূর্ণ হয় যদি তাড়াতাড়ি গাছে উঠে চিলের বাসায় কোনা কাব্‌লে টুপীটা রেখে আস্‌তে পারিস্।

চিলের বাসা এদের মামার বাড়ির মত। তাতে চিল বা তার

স্ত্রী-পুত্র কেহ বাস করত না। চৈত্র মাসে অনেক স্থান ভ্রমণ ক'রে চিল এবং তার স্ত্রী অনেক শুকনো ডাল জোগাড় ক'রে বাসা বেঁধেছিল। তাতে ডিম ফুটে তিনটি শাবক-চীল জন্মেছিল। তারা দিনে দিনে বেড়ে বৈশাখের শেষে বাপ-মার সঙ্গে উড়তে শিখেছিল। যখন শাবকেরা বুঝলে তাদের পাখার বল এবং ঠোঁটের মাংস ছেঁড়বার শক্তি, তারা পিতা-মাতার উপর নির্ভর না ক'রে জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টায় তিন জনে তিন পথে উড়ে গেল।

চিলেরা রাত্রে গাছের ডালে বসে থাক্‌তো; তাদের বাসার আর আবশ্যক ছিল না। কাজেই নীড় ছিল পোড়ো বাড়ী। কল্যাণকুমার সেই নীড়ে কাব্‌লী টুপী রেখে—দাদার হাত ধ'রে বাড়ী গিয়ে অঙ্ক কষ্‌তে বস্‌লো।

গুরগণ খাঁ হাত মুখ ধুয়ে নমাজ পড়লে। নমাজের শেষে খোদার কাছে দোয়া বা আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করলে। মন শান্ত হ'ল—দেহ প্রফুল্ল হ'ল।

প্রার্থনার সময় গুরগণ একটা রঙীন রুমালে মাথা ঢেকে শুভকার্য্য শেষ করলে। তার পর ঝোপের ধারে এলো শিরোভূষণের জন্য।

বিশ্ব-পিতার চিন্তার পর বিশ্ব-সংসারের চিন্তায় তার মন ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌লো—স্রোতের জলে যেমন খালি ডোবা পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। তার খাতক সব্ একে একে তার মনের আকাশে ফুটে উঠ্‌লো—সন্ধ্যার আকাশে যেমন একে একে তারা ফুটে উঠে। কাজেই অন্যমনস্ক হ'য়ে সে টুপী ও লপট্টকা তুলে মাথায় দিলে।

খোকাব বালিসের গেলাবে বৈঠকখানার তাকিয়া আববণ কর্তে গেলে যে তুর্ঘটনা হয়—সেই তুর্ঘটনা ঘট্‌লো নদীব কূলে। টুপী ঝরা ফুলের মত মাঠে পড়লো। পাগড়ীব শূন্য বৃত্ত, যাব ভিতর দিয়ে গুবগণেব ঘন কেশ আকাশ দেখছিল—ভরে উঠ্‌লো প্রভাত ববির মৃত্থ কিবণে।

বিস্মিত পাঠান বল্‌লে—ইন্‌শাল্লা ভগবানের ইচ্ছায় এ কি?

সে ভূমে-পরা জরির টুপী দেখলে—পাগড়ির ফাঁকে হাত দিয়ে দেখলে তার নিজেব কুলাহ নাই।

—ইঃ! আল্লা!—ব'লে সে চারিদিকে তাকালে। তার মাথায় জ্ঞানের আলো প্রবেশ কবলে। সে ব্যাপাবটা বুঝলে। তার যতটুকু মুখ গোঁফ-দাড়ীমুক্ত ছিল—লাল হ'ল। সে নিজেব ঘন দাড়ি মুঠিয়ে ধরে একবার নীচের দিকে, একবাব আড়াআড়ি টান দিলে। তার পর বল্‌লে—ইয়া খোদা! জামা টৌপী চাহা বদ্‌লা কবা। কোন্ বদ্‌মায়েস দেখছি আমার টুপী চুরি ক'রে অন্য টুপী বদ্‌লে রেখে গেছে।

মাত্র এ কথা ব'লে সে সুস্থ হ'ল না। এধার ওধার ছুটাছুটি ক'রে দেখ্‌লে। মাটিতে পায়ের চিহ্ন ধরবাব চেষ্টা করলে।

অবশেষে চোরকে উদ্দেশ্যে গালাগালি দিয়ে খোরাসান সহরের গুবগণ খাঁ টুপীটাকে খুব ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

টুপী তু'শো পঁয়ষট্টি গজ উড়ে নিবাস মালির বেলগাছে গিয়ে তেরো ফুট নয় ইঞ্চি উচ্চে একটা শুকনো ডালে আট্‌কে চড়কী বাজির মত ঘুরতে লাগল।

— ছয় —

দোয়েলপুরের বাজারে আমতলার পিছনে প্রতি শুক্রবার বিকালে হাট বস্ত। অনেক দেশ দেশান্তর থেকে কৃষকরা নিজেদের ক্ষেতের তরি-তরকারী বেচতে আস্ত হাটে। সঙ্গে ক'রে একটা ময়লা বাঁশের চোঙা আন্তো—ফের্বার সময় সরিষার তেল কিনে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য।

পাশাপাশি গ্রামের কামারেরা বেচতে আসে কাটারি, হাতা, খুন্তি, কাস্তে, বঁটি। হাঁস আসে, মুরগী আসে, মনোহারীর দোকানের জিনিস আসে। এক কোণে দাঁড়িয়ে একজন ঔষধ বিক্রী করে—যে ঔষধ পান করলে যক্ষ্মা থেকে ঘামাচি অবধি সকল রোগ সারে।

কয়েক দিন হাটে এক নূতন লোক এসেছিল। সে সন্ন্যাসী—তান্ত্রিক সাধু। কপালে সিঁদুরের রেখা, গলায় দুগাছা মালা—রুদ্রাক্ষের আর স্ফটিকের। লাল ধুতি পরা—গায়ে লাল কোর্ত্তা। তার সামনে সিঁদুর মাখানো দুটা মাথার খুলি আর তার পাশে একটা সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল।

হাটের দিন লোকে জিনিস পত্র কেনে, পরস্পরের সঙ্গে গল্প করে, পরের নিন্দা করে। অন্যের তিলের আকারের দোষকে তাল ক'রে সেই তাল নিয়ে হাটে তারা ফুটবল খেলে, প্রতি শুক্রবার। শুক্রবারে হাট বসে—তাই লোকে এ হাটকে বলে—শুক্রে হাট্।

তান্ত্রিক সাধু—২৬ পৃঃ

অতএব এবারের 'শুক্রে হাটে' ভূতের টুপী চুরির কথা উঠলো। বহু মুখে কথা বহু দূর ছড়িয়ে পড়লো। অবশ্য তার গায়ে রঙ্ পড়লো অনেক পর্দ্দা।

ফেলু মণ্ডল বল্লে—দেখ এক ঢিলে যদি দুই পাখি মারতে চাও—আমার বুদ্ধি শোন।

কানু মণ্ডল পরের বুদ্ধিকে সদাই সন্দেহ করে। অথচ লোকটা স্পষ্টবাদী।

সে বল্লে—তোমার যে বুদ্ধি আছে এ কথা জানতাম না।

তাতে ফেলু কড়া জবাব দিলে। কানুও ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে একটা হাতাহাতি হবার যখন উপক্রম হ'ল বিধু ঘোষ মধ্যস্থ হ'য়ে দাঙ্গা থামালে।

এই গণ্ডগোলে সেখানে এলো রসিক খানসামা আর চম্পু সহিস। যখন কানাই বল্লে—

—বল্‌তে দাওনা বাবু ফেলু মণ্ডলের মতলবটা—এরা দু'জন খুব জোরে ঘাড় নাড়লে।

রসিক বল্লে—দাদা বাবুর টুপী গেছে এর চেয়ে অপি দেবতার রিষের ভয় রাণী মার বেশী।

চম্পু বল্লে—মুকখু্য মানুষ আমরা। ঘোড়ার দলাই মলাই করি। পিরতিখ্যি মান্‌বে না বাবু তোমরা—দাদাবাবুর ঘোড়াটা কাল রাত থেকে শিউরে শিউরে উঠছে।

এ কথার পর ফেলু মণ্ডলকে কথা বল্‌তে না দিলে অপরাধ হয়।

ফেলু বল্‌লে—শোন। এক ঢিলে দুটা পাখি মারতে হবে। ঐ যে হাটের কোণে তন্তর মন্তর করছে সাধু—ওকে পরীক্ষি করতে হবে।

তাদের সকলের মাথা খুলে গেল। সত্য কথা। দোয়েলপুর কি জনশূন্য? এখানে কি মানুষের পয়সা গাছে ফলে। যে কেহ একটা ভণ্ড এসে চোখ বুজে মট্‌কা মেরে বসে তাদের নিকট হ'তে প্রণামী নিয়ে যাবে—এ ধৃষ্টতা তারা সহ্য কর্‌বে না।

এবার কানু মণ্ডল বুঝ্‌লে—পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে। এদের দলে না যোগ দিলে অনেকটা মজা লুট্‌তে পাবে না। যদি সাধু ভণ্ড হয়—ঘটা ক'রে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তাকে গ্রামের বার ক'রে দেওয়া যাবে। আর সত্য যদি লোকটা গুণী হয়—রহস্য ভেঙ্গে দিতে পারে—মন্দ কি! সাধু দর্শন হবে। ফেলারাম মণ্ডল সাধারণতঃ বুদ্ধিমান না হ'লেও ফিকির জিকির ক'রে একটা গজের চাল দিয়েছে মন্দ না।

কানু বল্‌লে—উত্তম কথা। আমরা সাধুকে সোজাসুজি বলিগে যে বার ক'রে দাও বাবুর ছেলের টুপী।

প্রশ্নটা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা হবে কি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, সে বিষয় অনেক বাদানুবাদ হ'ল।

শেষে সবাই বল্‌লে—স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই। সোজাসুজি।

কাজেই তারা দলবদ্ধ হ'য়ে একবার সমকণ্ঠে বল্‌লে—মহাত্মা গান্ধী কী জয়।

যখন গ্রামবাসীরা সাধুর আস্তানায় এলো—সে গাঁজা খাচ্ছিল।

ইসারা ক'রে তাদের বস্‌তে বল্‌লে—বেশ ক'রে গাঁজায় দম দিয়ে বল্‌লে—জয় তারা, জয় তারা।

এরা পরস্পরকে কুনুইয়ের গোঁত্তা মার্‌তে লাগ্‌লো। ঝঞ্ঝাট্‌ কে বল্‌বে কথা।

কানু বল্‌লে—যার বাঁদর তার কাছে নাচে ভাল। ফেলু তুমি বল।

ফেলু বল্‌লে—বুদ্ধিটা আমার। কিন্তু ঘোড়াটা তো মানে হ'চ্চে।

মাধব বল্‌লে—তাতে কি? তুমিই বল।

—তুমি—তুমি—ফেলু—ফেলু—ব'লে একটা কলরব হ'ল। সবাই ভাবলে যা শত্রু পরে পরে। সাধু—মরার মাথা—অপ-দেবতা—এ সব হাঙ্গামা হুজ্জুতে পড়বার কোনো প্রয়োজন নাই। কে জানে কোথায় কি অপরাধ হবে! ফেলু মতলব করেছে—ওর ঘাড় দিয়ে যাক্‌ আপদ বিপদ।

তাদের কি-করব কি-বলব ভাব দেখে সাধু বল্‌লে—বস বেটারা। জয় তারা কালী ভৈরবী মাতঙ্গী। বম্‌! বম্‌! বম্‌ কালী!

একটা ভীষণ হুঙ্কার দিলে সাধু। ফেলারামের বুকটা গুড়গুড় ক'রে উঠ্‌লো। সে বল্‌লে—বাবা অপরাধ নেবেন না। আপনি গুণী, আপনি মানী আপনি ওর নাম-কি-কি জানি—কানু বল্‌না।

কানু বল্‌লে—ফেলু অকেজো। বাবা মোটের ওপর অর্থাৎ একটা গোণাতে এসেছি।

—বম্ কালী—ব'লে আব একটা হুঙ্কার দিলে সাধু।

কান্নুর আর কথা জোগালো না। সে বল্‌লে—মাধব বল না।

মাধব গলা-খাকড়ি দিয়ে বল্‌লে—মানে হ'চ্চে বাবা টুপী—জরির টুপী—বাবুব ছেলেব—এই কি বলে? চম্পু বল্ না।

চম্পু বল্‌লে—আমি গরীব। বাবুদের সহিস। বাবুর ছেলে বটু ঘোষের বট্‌গাছের নামন দিয়ে যখন যেচ্ছিল ঘোড়া ছুটিয়ে—বাবা বল্‌লে না পিত্যয় যাবে—ছোঁ মেরে দেবতা বাবা—

—বম্ কালী—ব'লে আর একটা হুঙ্কার দিলে সাধু।

এদের পিলে চম্‌কে উঠলো। চম্পু বল্‌লে—সাধু বাবা অমন দমক দিলে পারবুনি।

সাধু হাস্‌লে। বল্‌লে—খোকা বাবুর জরির টুপী হারিয়েছে। এই তো।

তারা সমস্বরে বল্‌লে—হ্যাঁ।

সাধু বল্‌লে ঘোড়ার রঙ্ কি?

সহিস বল্‌লে—আবলক্।

—হুঁ বম্ কালী।

হাঁড়ির ভেতর দমা ফাট্‌লে যেমন শব্দ হয়—সাধু-বাবার তেমনি শব্দ।

ফেল্‌লু বল্‌লে—বুজেছি বাবা! আপনার ঐ পীলে চম্‌কানো শব্দে ভূত মামার আক্কেল গুড়ুম হবে। সে ঠিক টুপী ফেরত দেবে।

—দেবে ? দিয়েছে। বম্ কালী !

তার পর সাধু বল্‌লে—নিয়ে এস সাতখানা বাতাসা আর একটা মুড়কীর মোয়া।

সাত জন ছুট্‌লো নন্টুর মা'র দোকান থেকে বাতাসা আন্‌তে। আর এক জন ছুট্‌লো নুটুর মা'র দোকান থেকে মুড়কীর মোয়া আন্‌তে।

সাত জনে সাত-সাত্তে উনপঞ্চাশ খানা বাতাসা নিয়ে যখন ফির্‌লো তখন সন্ন্যাসী মাথার উপর ভর ক'রে দাঁড়িয়েছে। পা দুটা সোজা আকাশ চাওয়া—আর ভুঁই কুমড়ার মত মাথাটা ভূমী-স্পর্শী। মোটের উপর সাধুকে দেখতে হয়েছে যেন একটি কালো রঙের তার-ছেঁড়া সেতার।

মাধব যখন মুড়কীর মোয়া নিয়ে এলো সন্ন্যাসী পা দুটাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে মাথার উপর রাখলে। তাতে সবাই মুগ্ধ হ'ল। তারা ভাবলে ঈশ্বর জানিত মহাপুরুষ না হ'লে মানুষ হাড়গোড় ভাঙ্গা দ' হ'তে পারে না।

তার পর সাধু জমির ওপর দাঁড়িয়ে শূন্যে একটা লাফ দিলে আর মুখে সেই বাজখাঁই সুরে বল্‌লে—বম্ কালী কৈলাস বালী।

জনতা একটু স'রে দাঁড়ালো। কে জানে কিসে কী হয়।

অতঃপর সাধু সাত জনের কাছ থেকে সাতখানা বাতাসা নিয়ে একটা নরমুণ্ডের মুখে গুঁজে দিলে। অপর কঙ্কালকে খাওয়ালে

মুড়কীর মোয়া। এ কাযের পর দিলে তিনটে বম্ কালীর হুঙ্কার।

হুঙ্কার দিয়ে সে বল্‌তে লাগলো—

" সাত পাহাড়ের পুত বেটা সাত দরিয়ার না
সাত বাতাসা হুঁপুব হুঁপা খাওরে বেটা খা।

অন্য কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—

মুড়কীর মোয়া হাম্পার হোয়া কুছ্ পরোয়া নাই,
খোকার টুপী হুঁপোর কাছে মেগে আনগে ভাই।
আবলক তার ঘোড়ার রঙ
মেটাও দ্বিধা জবরজঙ্
বেল সাঁজোয়া বেলগাছেতে লাগিয়ে দেবা টুপী।
হুম্পা হুয়া হুম্ হুমাহুম নিদের বেটা হুপী॥

সে চোখ বুজে রহিল সাড়ে তিন মিনিট। তার পর বল্‌লে—যা, বেলগাছে টুপী ঝুল্‌ছে।

একজন বল্‌লে—নিবাস মালির বেল গাছ? আমি জানতান ওটা অপু বাবার আস্তানা।

চম্পু বল্‌লে—বাবা যদি টুপী পাওয়া যায়, রাণীমা বড় খুসী হবেন।

পঞ্চা খানসামা বুঝিয়ে দিলে—টুপীর জন্য নয়—অপদেবতার অশুভ দৃষ্টির ভয়ে রাণীমা'রা ভয় পেয়েছেন।

—বম্ কালী-কৈলাসওয়ালী। বল্‌লে সাধু। আর একবার ছড়া কাটলে—

তালবনের আঁটি
উইয়েব ঢিপির মাটি
রাণীব ছেলে রাজা
মণ্ডা ভাজা তাজা
যা ছেড়ে যা দৈত্য দানা
পাঁচু ঠাকুব দিচ্চে হানা।

বম্ কালী।

যে সব স্বেচ্ছাসেবকেরা গিয়েছিল বেলগাছ থেকে টুপী উদ্ধার করতে—তাবা দূব থেকে একটা হুঙ্কার দিলে—জয় সাধু বাবাকী জয়।

জনতাব মাঝে উত্তেজনা দেখা দিলে।

ফেলু মণ্ডল এসে সাধুব পায়ের কাছে রাখলে জমিদারের ছেলের টুপী।

— সাত —
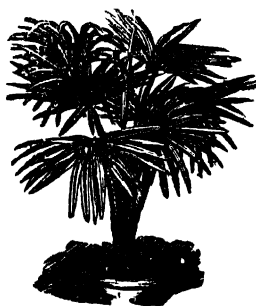
হৈ হৈ কাণ্ড! রৈ রৈ ব্যাপার। ত্রিকালের রহস্য জানে সাধু। সত্যই তো সবাই দেখেছে বেলগাছ আগের দিন। সেখানে তো টুপী ছিল না। দুটা মড়ার মুণ্ডকে বাতাসা আর মুড়কীর মোয়া খাইয়ে, এবং যার মানে করা যায় না এমন পাগলামীর ক'টা ছড়া ব'লে, সাধু এমন কাণ্ড কর্‌লে যার ফলে নিবাস মালির বেল-গাছের ভূত, বটু ঘোষের বটগাছের ভূতের কান ধ'রে তাকে বাধ্য কর্‌লে টুপী ফেরত দিতে। আশ্চর্য্য! মানুষ দৈব-বলে সব পারে। সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম।

সে দিন হাটে কেনা-বেচার দর-কষাকষির জোর রহিল না। কারণ দোকানী চায় যথাসম্ভব ত্বরায় মাল বেচে সাধুর গা ঘেঁষে পরকালের কাজ করতে, আর খরিদদার চায় কোনো প্রকারে তরি-তরকারী ফল-মূল কিনে ঝুড়ি ভর্ত্তি ক'রে যতদূর পারা যায় চটাপট সংসারের কাজ সেরে নিতে।

সাধু আর একবার সজোরে গাঁজায় দম দিয়ে বল্‌লে—ভূত আর প্রেত, প্রেত আর ভূত।

সমবেত জনতা মুগ্ধ হ'ল। এমন না হ'লে তিন-কাল-জানা সাধু।

একজন বল্‌লে—আহা!

অন্যে বল্‌লে—সাধু! সাধু! ভূত আর প্রেত। প্রেত আর ভূত।

মণি আর কল্যাণ হাটে বেড়াতে এসেছিল—ভিড় দেখবার জন্য—কাঁচা আম কেটে খাবার জন্য ছোট দা কিন্‌তে।

তারা সব শুন্‌লে। সাধুর গাঁজায় দম দেওয়া দেখ্‌লে। যার মানে হয় না এমন সব কথা শুন্‌লে।

কল্যাণ বল্‌লে—মণিদা লোকটা বোগাস।

মণি বল্‌লে—বোগাসের বোগাস—অতি বোগাস। কিন্তু কি করা যায়?

কল্যাণ বল্‌লে—ওকে কামবাঙা কিম্বা পচা ডিম ছুঁড়ে মার্‌লে কি হয়?

মণি হাজার হক বয়সে বড়। ঘোলা জল থিতোলে যেমন কলসীর নীচে পলী পড়ে—জল হয় অনাবিল, মণিরও তেমনি বুদ্ধি স্থির হ'য়েছিল। ক্রোধের পলী প'ড়েছিল মনের নীচে। হঠাৎ আবেগ ভরে দুষ্টের শাস্তি দেবার জন্য, ভণ্ডের এমন জমাটি আশ্রম লণ্ড ভণ্ড কর্‌লে বিপদ আছে। কারণ ভক্তের দল এত চটাপট শাস্তি বুঝবে না।

মণি বল্‌লে—তুবড়ির আগুন যেমন ফুল কেটে আপনি ঠাণ্ডা হয়, এদের ভক্তির ফোয়ারা আপনিই নিভে যাবে। আর একটু রগড় হ'ক।

গুরগণ খাঁর খাতক পুলিন।

ক্রুদ্ধ গুরগণ নদী পার হ'য়ে নিজের ডেরায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে

পুলিনকে বলেছিল—ই পুলিন। তুম্‌হারা গাঁমমে ডাকু হায়। টুপী-চোর।

সে ছোট টুপীর ছোট কথার উল্লেখ করেনি। বলেছিল নিজের টুপীর কথা। সে যখন নেমাজ করছিল—কে তার টুপী নিয়ে পালিয়েছে।

যতদূব পারা যায়, বিনয়ের সাথে পুলিন এ সমাচার জানালে সাধুকে। শেষে বল্‌লে—বাবা তোমার মহিমে পূবণ হয় যদি ছুর-জন খাঁর চোঙা টুপীটা বার করতে পারেন।

সকলে—ছুরজনের টুপী, ছুরজনের টুপী ব'লে চীৎকার করলে।

—হুঁ! বম্ কালী কৈলাসবালী। বলে হুঙ্কার দিলে সাধু।

তার পর সে বল্‌লে—

হুম্পার পুত হুপি
কহরে চুপি চুপি
কোন্ গাছে কোন ডালে নাচে কাবুল মণির টুপী।

অনেক অনুনয়ের পর সাধু বল্‌লে—রাত এক প্রহরের পর বটতলায় যাব—শেয়ালের মাস খাব। কাব্‌লী টুপী, চুপি চুপি, খোঁজ পাব ঘেঁাজে।

অত্যন্ত মুগ্ধ হ'ল শ্রোতারা এই রকম কবিতার ছন্দে।

সন্ধ্যার আঁধার যখন নেমে এলো গাছের গা বহে—ভিড় পাতলা হ'ল।

মণি বল্‌লে—কল্যাণ। বোঝা যাচ্চে সাধু রাত্রি ন'টায়

একবার বটগাছ তল্লাস করবে। চল্‌বার পথে বণবীব রাযেব টুপীটা দেখে ফেলেছিল ব'লে লোকটা এতটা জমিয়েছে।

কল্যাণ বল্‌লে—তুমি এদিক ওদিক দেখবে আমি ইত্যবসরে টুপীটা চিলেব বাসা থেকে নামিয়ে আনব।

রাত্রে মণির মা বল্‌লে—বাবা শুনেছ ত' দেশে ভূতেব ভয় হ'য়েছে। টুপী চুরি যাচ্চে—সাধ্‌তে বাব করছে। অমন ঝোঁপে ঝোঁপে ঘুবে বেড়িয়ো না।

হেড্‌ মাষ্টার নিজেব মনে তামাক টানছিলেন।

কল্যাণ বল্‌লে—আচ্ছা ভূতেদেব মাসিমা থাকে?

—দুর্‌ পাগল ছেলে।—বল্‌লেন মাসিমা।

—ভূতেদের দাদুবা হেড্‌ মাষ্টাব মশায় হন।

এবার দাদু হেসে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন—তুমি তো বলেছ দাদু যে হেড্‌ মাষ্টাবেব ভয়ে ভূত পালায়।

মণি বল্‌লে—কল্যাণ বল্‌না।

কল্যাণ বল্‌লে—মণিদা বল্‌না।

বড়রা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রহিলেন। কী ব্যাপাব!

মণি বল্‌লে—দাদু কেহ দোষ ক'রে যদি দোষ স্বীকার করে তো তা হ'লে ভগবান তাদের ভালবাসেন।

কল্যাণ বল্‌লে—ভগবান তো দূরের কথা। দাদু আর মাসিমা রাগ করেন না?

এ রকম ক্ষেত্রে অভয়দান না করলে নিষ্ঠুবতা হয়। দাদু বল্‌লেন—কি দোষ করেছ দাদা? বল আমি ক্ষমা করব।

—আর মা ?—বল্‌লে মণি।

কি করেন মা ? বল্‌লেন—আচ্ছা বল্।

কল্যাণ বল্‌লে—রণুর টুপী আমি বঁড়শী মেরে তুলে নিয়েছিলাম।

—অ্যাঃ !—বল্‌লেন বিষ্ণুবাবু।

—ওমা সে কি কথা রে ?—জিজ্ঞাসা কর্‌লেন মনোরমা দেবী, মণির মা।

কল্যাণ বোঝালে কি রকম ক'রে সে বোয়ালমারা বঁড়শী দিয়ে ধাবমান রণু রায়ের টুপী শীকার করেছিল বটু ঘোষের বটগাছে।

চিরদিন নিজেকে সংযত ক'রে রেখেছিলেন বিষ্ণুবাবু। ছাত্রদের ছেলেমানুষী খেলায় খুব হাসি এসেছে, অথচ বিশৃঙ্খলতার ভয়ে তাঁকে জগন্নাথের মত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ কর্ত্তে হ'য়েছে। আজ কিন্তু তিনি হাসি চাপ্‌তে পার্‌লেন না। নিজেকে যেন তিরস্কার কর্ব্বার জন্য তিনি বল্‌লেন—ছিঃ !

কিন্তু টুপী বেলগাছে উঠ্‌লো কেন ?

—সে কথা বল্‌তে গেলে দাদু কাবুলীর টুপীর কথা বল্‌তে হয়।—বল্‌লে কল্যাণ।

—সে অপকর্ম্মও কি তোমরা করেছ দাদু ?

—আলবাত—বল্‌লে তারা সমস্বরে।

এবার মনোরমা দেবীর বুক দুর দুর ক'রে উঠ্‌লো। কাবুলীর টুপী চুরি। কাট্‌ গোঁয়ার কাব্‌লেগুলা। হাতে প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠি। এক ঘা মারলে একেবারে—

স্নেহময়ী আর ভাব্‌তে পার্‌লেন না। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বল্‌লেন—বাবা আপনি আদর দিয়ে এদের মাটি করেছেন। একটু শাসন করুন বাবা।

বিষ্ণুবাবু হাস্‌লেন—অমায়িক হাসি, স্নেহের হাসি। তিনি বল্‌লেন—বমা তুমি যে মা বিচারের আগে শাস্তি দিতে বল। আগে বৃত্তান্তটা শুনি।

কাবুলীর টুপীর সাথে রণবীরের টুপী বদ্‌লানোর গল্প শুনলেন বিচারক।

মণি মাতৃ-ভক্তি দেখিয়ে বল্‌লে—মা ঠিক বলেছ কাব্‌লে-গুলো কাঠ্‌-গোঁয়ার। সত্যি নয় কি মা। রণুব টুপী কাবুলির—কাবুলির—কি বল্‌লে—

—আঙ্গুলের আবরণ—থিম্বল্‌।

সকলে হাস্‌লে।

মণি বল্‌লে—বেগে কাবুলী ছুড়ে ফেলেছিল টুপী—সেটা বেল-গাছের শুক্‌নো ডালে আট্‌কে গিয়েছিল।

—আব হাটে আসবার সময় টুপীটাকে দেখেছিল অ-সাধু।

— আট —

রাত্রি ৯টার সময় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সাধু বটতলায় এলো।

সে গাছের তলায় একটা মুণ্ড বসিয়ে তাকে চাঁপা কলা আর বাতাসা চট্‌কে খাওয়ালে। নদীর জলে গাছতলা ধুয়ে মুণ্ডটা বসালে সেখানে। সাত পাক ঘুরলে গাছের চারিদিকে। তার পর হাততালি দিয়ে বলতে লাগলো—

আয়রে টুপী আয়রে হুপী বটতলাতে আয়।
হুপীর মাথা চুপি চুপি লুপি ধরে খায়॥
কাবলীবালা দেশের জ্বালা সুদ আদায়ের যম।
মৌমাছি খায় ফুলের মধু চাক্ ভাঙ্গলে মম্॥

ভক্তবৃন্দ যখন নিজের নিজের ঘরে ঘুমাতে গেল, সাধু গাঁজায় দম দিয়ে গাছতলায় ঘুমালো।

প্রভাতে উঠে মণি ও কল্যাণ সিদ্ধান্ত করলে যে কাবুলীর টুপী তাকে ফেরত দেবে। কিন্তু নদীর ধারে যাবার পথে তারা দেখলে বটতলায় নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে সাধু। আর বিকট দন্তবিকাশ করে রয়েছে মরার মুণ্ড।

চুপি চুপি মণি বললে—কল্যাণ লে লুল্লু।

কল্যাণ বললে—লে বাঘা।

তারা লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। মরার মাথায় কাবুলীর টুপী বসিয়ে দিয়ে হর্ষ মনে নদীর ধারে গেল।

পার-ঘাটায় পার হয়ে নদীর কুলে কুলে আসছিল গুরগণ খাঁ।

তাকে দেখে দুই ভাই বললে—আগা সাহেব সেলাম।

গ্রামে এমন সুন্দর ছেলে বাবুদের বাড়ির বাহিরে দেখা যায় না। কলিকাতার ছেলের মত পোষাক—দিব্য মধুর চেহারা—কলিকাতার ছেলেদের মত হাতকাটা জামা।

সে বললে—সেলাম কোকা বাবু।

কল্যাণ বললে—আগা সাহেব তোমরা টুপী হারায়া?

—টুপ্পী! হা বাবু।

তার শোক উথ্‌লে উঠ্‌লো। কিন্তু বাবুদের ছেলেদের সামনে এমন কথা সে বলতে পারে না, যা ভদ্র-সমাজে বলা যায় না। কাজেই সে—বদ্‌মাস, ডাকু বলে তাপিত প্রাণ শীতল করলে।

তারা তাকে বোঝালে। আগা সাব তুম একটো টুপী ছুঁড়কে ফেলে দিয়া বেলগাছমে।

এ ভাষা কাবুলী বুঝলে। কারণ কল্যাণ তার আঙ্গুল ধরে, ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে বেলগাছ।

সে বললে—হাঁ। হাঁ! তোমারা টুপী খোকা বাবু?

—নেই হামারা নেই।—বললে তারা সমকণ্ঠে।

অনেক রকম হাত নেড়ে মণি-কল্যাণ বুঝিয়ে দিলে গুরগণ খাঁকে যে সেই টুপী ভূতে নিয়ে গিয়েছিল—সে বার ক'রে দিয়েছে—এই রকম মিথ্যা বুজরুকি ক'রে একটা সাধু খুব বাহবা লুটেছে।

—হাঁ! বদ্‌মায়েস। ডাকু।

মণি বল্‌লে—আগা সাহেব তোমাবা লাল চোঙার মতন টুপী তো।

— হাঁ। বাবা হাঁ।

—বটতলায় সাধুর কাছে দেখতে পাবে।

কাবুলী বললে—তুম্মি লোক আম্মার সাথ মাত যাও খোকা। বদনাম হোগা। হাম দেখেগা। কাল হাম তুমকো কলা দেগা। আচ্ছা বাবা!

সে তাদের আদর ক'বে বটতলাব দিকে গেল।

মণি বল্‌লে—কাবুলী ও সাধুর সাক্ষাতে বিজয়ার কোলাকুলি হবে না।

—তা' বুঝেছি। সেথা বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়—অস্ত্রে অস্ত্রে ভীম পরিচয়।

মণি বল্‌লে—এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে চল লক্ষ্মী ছেলের মত গিয়ে দেখিগে দুই বন্ধুর মিলন।

সাধু ঘুম ভেঙ্গে দেখলে মুণ্ডুর মাথায় টুপী। সে আশ্চর্য্য হ'ল। তাইতো এতো দেখছি ভীষণ কাণ্ড। এই টুপীই বা এলো কোথা থেকে? গ্রামের লোকদের নিয়ে সে মজা করছে কিম্বা কোনো গ্রামবাসী তাকে বাঁদর নাচাচ্চে?

সে চোখ মুছলে—না—সত্যই তো টুপী রয়েছে হুপীর মাথায়।

এবার সে ব্যাপারটা বুঝলে। একটু অধিক গাঁজা খাওয়া হয়েছে আগের দিন। নেশাটা প্রবল হ'য়েছে। খেয়াল দেখছে নিশ্চয়।

সে নিজের গায়ে চিমটি কাট্‌লে—বেশ লাগ্‌লো। নাকের ডগা ধ'রে টান্‌লে—কানের তুলতুলিতে টোস্কা মারলে। উহুঁ নিদ্রা বা নেশার লক্ষণ নয়।

ফেলু মোড়ল রাত্রে ভাল করে ঘুমায়নি। সকালে হাত মুখ ধুয়ে, গরুকে জাব দিয়ে গুটি গুটি এলো বটতলায়।

—অ্যা! কী ব্যাপার। সাধু কি ছদ্মবেশী মহাদেব নাকি? বাঃ! দাঁত বার করা মুণ্ডুটা লাল টুপী প'রে যেন হাস্‌ছে!

আবেগভরে সে চেঁচিয়ে বললে—জয় স্বামীজি।

একে একে এলো যদু মধু কানু ভানু পরেশ নরেশ রাম শ্যাম। আবার হৈ হৈ কাণ্ড! রৈ রৈ ব্যাপার।

যখন গুরগণ খাঁ এলো বটতলায় সবাই আনন্দে নৃত্য করছে।

গুরগণ বললে—হেই! এই! তুম্মি লোক কি বদ্‌মাসি কর্‌তা।

—বদ্‌মাসি! তুরজন খাঁ! ও তুরজন! এই দেখ তোমার টুপী। জয় স্বামীজি।

মরার মাথায় তার টুপী—যে টুপী জলজ্যান্ত কাবুলীর মাথায় বিরাজ করে। তার উপর সাধু—কাফের—বদ্‌মাস—চোর।

—কোন্ লাগায়া আমারা টোপী খোপরী মে।

সাধু বললে—ভূত হুপী—হুম্পার বেটা হুপী।

—হুম্পার বেটা হুপী! বদ্‌মাস।

সে লাঠিটা ঘুরিয়ে দিলে। ভীড় পাতলা হ'ল। তার পর বটগাছের ডালে এক ঘা লাঠি মার্‌লে।

তার শব্দে ভক্তরা সব চম্‌কে উঠ্‌লো।

মরার মাথায় টুপী দেখে আর একবার তার শোক উথলে উঠ্‌লো। এবার সে সোজাসুজি সাধুকে লক্ষ্য ক'রে লাঠি তুললে।

নিমেষের মধ্যে সাধুর মাথায় এ কথা উপলব্ধি হ'ল যে এক মুহূর্ত্তের দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যে উড়ে যেতে না পারলে ও মাথার আর ভাববার শক্তি থাকবে না। সে বম্ কালী ব'লে হুঙ্কার দিয়ে পিট্‌টান দিলে।

সাধুর সরু সরু পা—কাপড়-চোপড়ের বালাই নাই—পায়ে জুতা নাই—বনের হরিণের মত ছুট্‌লো।

কাবুলীর ঢিলা পাজামা—গায়ে ঝলমলে পিরাণ, মাথায় পাগড়ি—সে ফ্ল্যাট রেসে তাকে হারাতে পারলে না।

তার উপর আর একটা ব্যাপার ছিল—প্রাণভয়ে দৌড়ানো—আর শাস্তি দেবার জন্য তাড়া দেওয়া।

দর্শকেরা বুঝলে ষাঁড় ক্ষেপে খ্যাকশেয়ালীকে তাড়া করেছে। অতএব কাবুলী যখন ফিরে এলো বটতলা জনশূন্য।

গুরুগণ এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের টুপীটা তুলে নিয়ে মাথায় দিলে। তার পর ভীষণ জোরে মারলে এক ঘা লাঠি কঙ্কালের ওপর। মাথার খুলি চূর্ণ হ'ল।

তাদের বাড়ীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল—দুই ভাই। কাবুলী কল্যাণকে বুকের ওপর ধরে বললে—খোকাবাবু সাধু বদমায়েস বাগ গিয়া।

গুবগণ খাঁ ও সাধু—৪৪ পৃঃ

— নয়

বেলা দশটার মধ্যে ভণ্ড সাধুর বুজরুকির কথা প্রচার হ'ল সারা গ্রামে। জমিদার প্রতাপ রায় অবধি মণি-কল্যাণের দোষ দেখলে না—এসব কাণ্ডে। ভণ্ডর দণ্ড হয়েছে—লণ্ডভণ্ড হয়েছে তার হুম্পার বেটা হুপীর মাথার খুলি—এ সমাচারে সকলে পরিতুষ্ট হ'ল।

সাঁঝের পূর্ব্বে মণি-কল্যাণ নদীর ধারে বেড়াবার সময় দেখ্‌লে কুলে বাঁধা বেশ ছোট একখানি পান্‌সী। বালিতে একটা খুঁটি পোঁতা—তাতে মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা নৌকা।

সে জায়গাটা বাঁকের মুখ। দোয়েলপুরের দিকে মাটি ভেঙ্গে পড়েছে—প্রায় দশ ফুট উঁচু পাড়—মাঠের সঙ্গে পাড় সমতল।

মণি বললে—বেশ ছোট্ট খাট্ট নৌকাখানি।

—আর কেমন ছোট দড়ি দিয়ে বাঁধা।

ঠিক্ সেই সময় মাটির ঢিপির আড়াল থেকে বার হল—বুজরুক্ সাধু।

তারা বললে—বাঃ! এই যে বুজরুক্ সাধু।

সাধু লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছিল কে তার অধঃপতনের মূল। সে বললে—বাবা গরীব ভিখারীকে কি এমনি করে জব্দ করতে হয়।

—জব্দ আর কি? দু' পয়সা তো বেশ কামিয়ে নিয়েছ। দু'দিন হৈ হৈ করা গেল—ঠাণ্ডা গ্রাম গরম হ'ল মন্দ কি?

—মন্দ কি? দুষ্ট কাবুলীর ভয়ে সব ফেলে পালিয়ে এলাম। ভিক্ষার থলিতে পয়সা ছিল—পাঁচ ভূতে লুটে খেলে।

—আচ্ছা আমরা তোমাকে একটা টাকা দব।

—থো কর বাবা! ভিক্ষা চাইনা কুত্তা বোলাও।

তারা তার অনেক তোষামোদ করলে। সাধু হাসলে। বললে—বাবা তোমরা শিশু। অধিক আর কি বলব। আমার গাঁজার কলকেটা অবধি গেছে।

কল্যাণ বললে—খুব ভাল হ'য়েছে। আপদ গেছে।

মণি বললে—গাঁজা খাওয়া ছাই। ছিঃ!

নৌকা কার? শুনলে সন্ন্যাসীর।

—ছোট নৌকায় একটু চড়লে হয় না?—জিজ্ঞাসা করলে মণি।

—খুব হয়। চলুন-না বাবু একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু বখশিসটা ভুলবেন না।

কল্যাণ বললে—ভারি মজা হবে। আমি কিন্তু দাঁড় টানব।

মণির গা ছম্ ছম্ করছিল। কি জানি যদি প্রতিশোধ নেয়—ভাবলে সে। কিন্তু প্রতিশোধ কিই বা নেবে। সত্যি তো আর মাঝনদীতে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেবে না।

সন্ন্যাসী উঠে ছিপ থেকে জল ছাঁচলে—দাঁড় দুখানা তীরে ফেলে সমস্ত নৌকা পরিষ্কার করলে—মণি চুপি চুপি বললে

কল্যাণকে তার ভয়ের কথা। কল্যাণ বললে—ছিঃ মণিদা—মানুষ আমরা নহিতো মেষ।

এ কথা শুনে মণির হাতে পায়ে জোর এলো।

সন্ন্যাসী নেমে দড়ি খুললে। নৌকার গুলুই ধরে বললে—আসুন বাবুরা।

তারা নৌকাতে বস্‌লো। সে বললে—বেশ ক'রে পাটার ওপর বস। মাঝখানে বস। একপেশে না হয়।

তার পর বললে—

হুম্পী হুপীর না
মাঝ দরিয়ায় যা—

খুব জোরে একটা ধাক্কা দিলে নৌকাকে।

—কই তুমি এলে না।

—দাঁড় কই?

লোকটার চক্ষু পিশাচের মত জ্বলে উঠ্‌লো। বিকট অট্টহাস্য করলে। বললে—শয়তান। কাবুলীর লাঠি হুপীর মাথা ফাটি। গাঁজার কলকে অবধি নাই—তোদের নিক্ যমুনার ভাই।

—শয়তান! পিশাচ!

—বাঁচাও! বাঁচাও! কে কোথায় আছ?

তাদের শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে ভণ্ড সাধু একটা হুঙ্কার দিলে—বম্ কালী শ্মশানবালী।

স্রোত বাঁক ঘুরিয়ে দিলে নৌকার।

খরস্রোত ঝরঝরি নদী। তাব কুলের দিকে তেমন টান নাই। কিন্তু মাঝখানে ভীষণ স্রোত।

বেগে ছুট্‌লো নৌকা। কেহ তাদের চীৎকাব শুন্‌তে পেলে না। কোথায় যাচ্চে তারা বুঝ্‌লে না। ফিরবে কি না তাও জানে না।

—ওঃ মা!—ব'লে মণি মূর্চ্ছা গেল।

কল্যাণ তার মাথা নিজের কোলে তুলে নিলে। বললে—মা মা বিপদে আপদে যে তোমার হাসিমুখ দেখি মা। মা রক্ষা কর মা! হরি! হরি! রক্ষা কর।

নদী কুল কুল রবে উত্তর দিলে।

হাওয়া সোঁ সোঁ কবতে লাগলো।

কোথায় মা! কোথায় মাসিমা!

দ্বিতীয় ভাগ

— এক —

সন্ধ্যার পর শ্রীমতী মনোরমা বসু ছেলেদের খোঁজ করলেন। তারা ঘরে নাই। পিতার খোঁজ করলেন—তিনি প্রতাপবাবুর বাড়ী গিয়েছিলেন।

জননীর প্রাণ বিনা কারণে অমঙ্গল কল্পনা করে। আজ সত্য অকল্যাণ ঘিরেছে তাঁর স্নেহের কুমারদের। বেচারা একবার ঘরে একবার বাহিরে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। অজানা বিপদের কালো-ছায়া তাঁর অনুভূতিকে ঝাপসা করে দিল।

তিনি আপনাকে তিরস্কার করলেন। ক'দিন কেন তিনি শাসন করেন নাই বালকদের। পিতার উপর অভিমান হ'ল। তিনি রাজ্যের পরের ছেলে শাসন করেছেন—তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু নাতি এমন কি পদার্থ যাদের অসহন উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি সহ্য করেন। অন্ধ মায়া। দুর্ব্বল বার্দ্ধক্য।

ঘড়িতে টঙ্ টঙ্ করে আটটা বাজলো। তবু দুলালেরা ঘরে এলো না। মনোরমার ডাক্ ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হ'ল।

তিনি ডাক্‌লেন ভৃত্যকে।

নফরও লক্ষ্য করেছিল দাদাবাবুদের ঘরে না-ফেরা। সে গেল জমিদারের বাড়ী কর্ত্তাকে খবর দিতে।

প্রতাপবাবু অনেক লোক লস্কর লাগালেন বালকদের খোঁজ করবার জন্য। গ্রামের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে সংবাদ ছুট্‌লো—হেড্ মাষ্টার মশায়ের নাতিরা নিখোঁজ হয়েছে।

দরদী গ্রামবাসীরা চারিদিকে খুঁজলে—সকল দিক দেখলে। শেষে একজনের দৃষ্টি পড়ল নদীর ধারে ছোট ছোট দুটা দাঁড়ের উপর।

সংবাদ যখন বৃদ্ধের কর্ণে পৌঁছিল—হাঃ! হরি! বলে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

তাঁর কন্যা পড়লেন উভয় সঙ্কটে। মাতৃ-জাতির সহন-শক্তি অসীম। তাঁর বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে গিয়েছিল—হৃদ্‌পিণ্ড কোন পিশাচে উপড়ে নিয়েছিল। তবু পিতৃ-ভক্তি তাঁর জ্ঞানটুকু হরণ করতে পারলে না। পিতার শির সযত্নে কোলে তুলে নিয়ে নীরবে তিনি কাঁদলেন। আর ভগবানকে অভিমানভরে বললেন—হরি! তোমার চরণে এমন কি অপরাধ করেছি প্রভু! যার ফলে এ শাস্তি দিলে। আমায় নাও হরি—মার প্রাণের বিনিময়ে—জীবন ভিক্ষা দাও আমার ছেলেদের। চিরদিন বিদ্যা দান ক'রে—সাধুর মত দিন কাটিয়ে তার দেবতা-পিতা কেন এ শাস্তি পেলেন সে রহস্যের কোনো উত্তর পেলেন না মনোরমা।

সকালে কানু ঘোষ খবর পেলে। একখানা মহাজনী নৌকা কূলে কূলে দাঁড় টেনে এসেছে। মাঝিরা দেখেছে একখানা ছিপ ভেসে যেতে। তারা অন্ধকারে দেখেনি সে নৌকায় যাত্রী ছিল কি না। কোন্ জায়গায় দেখেছে নৌকা তারা বলতে পারলে না।

প্রতাপবাবু আদেশ দিলেন যে এ সংবাদ হেড্ মাষ্টার বাবু কিম্বা তাঁর কন্যাকে দেওয়া হবে না। তিনি নদীর ধারে যে সব পোষ্ট আফিস আছে—সেখানে তার করলেন কিন্তু কোনো সমাচার পেলেন না।

পাবেনই বা কেমন ক'রে? ঝরঝরি নদী অনেক বাঁক ঘুরে কলকলির সঙ্গে মিলেছে। কলকলি মিশেছে জলঙ্গীর সাথে এক-দিকে, অন্যদিকে আর এক নদীর সঙ্গে—সে স্রোতস্বতী মিশেছে পদ্মায়। জলঙ্গী পড়েছে ভাগীরথীতে। কাজেই কর্ণধার-হীন ছোট ছিপ কোথায় ভেসে গেছে—সে দুর্ভাবনা যাতনা দিতে পারে মাত্র। খোঁজ দিতে পারে না।

— দুই —

বেচারা কল্যাণ। মনে মনে অনেকবার বললে—মানুষ আমরা নহি তো মেষ—এলেক্‌জান্দার শেলকার্ক প্রভৃতির কথা স্মরণ করলে। কিন্তু নয়দিকে অন্ধকার একদিকে জল—বেচারা করে কি। একটা প্রচণ্ড বেগ বুঝতে পারছিল। পাগলের মত অজানা পথে ছুটছিল নৌকা।

সে তার স্বর্গীয় মার মুখ স্মরণ করলে। তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করলে জীবনে আর শৃঙ্খল ছেড়ে বাজে হুজুকে মাতবে না। জীব-নের এই তো শেষ।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লজ্জা, ভয় দল বেঁধে তার মাথায় হাতুড়ী পিটতে লাগলো। বুকের মাঝে একটা যেন বোমা ফাট্‌লো—সে নৌকার পাটার উপর শুয়ে পড়্‌লো। অন্ধকার তাকে গিল্‌লে। জলের শব্দ আর সে শুন্‌তে পেলে না।

কত স্বপ্ন দেখলে কল্যাণ। সে স্বর্গে গেছে তার মার কাছে। তার মা তাকে কোলে তুলে নিলেন। কি মধুর হাসি মার মুখে। তাকে কত সুন্দর সব ফুল দেখালেন জননী—মন্দার, পারিজাত। নদী দেখালেন—বিরজা নদী—সোনার বালির চর।

সে স্বর্গ থেকে নিচে তাকিয়ে দেখলে—তার দাদু কাতর হ'য়ে পড়ে আছেন কাঁটা গাছের ঝোপে। তার মাসিমার কান্নার জলে একটা ঘর ভরে গেছে—তিনি সেই কান্না পুকুরে নাকানি চোখানি খাচ্চেন। তার মাঝে তার কাকার মুখ ভেসে উঠ্‌লো—কাকীমার কাতর নিরাশ্রয় মূর্ত্তি।

কল্যাণ লাফিয়ে পড়তে গেল পৃথিবীতে কিন্তু তার মা তাকে ধরলেন, কোলে তুললেন, মুখ-চুম্বন করলেন।

আঃ! কি তৃপ্তি! কি শান্তি!

মা মা—আমায় আর কোনো দিন ফেলে পালাবে না মা? সাধুটা ভাল মা—তোমায় পাইয়ে দিলে।

স্বপ্নের মা স্বপ্ন-জড়ানো কণ্ঠে বললেন—ঘুমোও বাবা!

— তিন —

মিলন মিত্র আরামহাটীর জমিদার। বিলাতে তাঁর শিক্ষা হ'য়েছে। তিনি কলিকাতার বিলাসী ধনীদের মধ্যে বাস করেন না। তিনি নিজের বিষয় সম্পত্তির কাজ নিজে করেন। প্রজাদের মধ্যে দলাদলি না হয়, একজন অন্যের উপর অত্যাচার না করে, তাঁর নিজের কর্ম্মচারী রায়তের সাথে বিবাদ না করে—এই সব ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি নিজের জমিদারীর মধ্যে তিনটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। একটি ক্ষেত ছিল, সেখানে তিনি পরীক্ষা করতেন—ভিন্ন ভিন্ন সার ও বীজের শক্তি। পরে সে পরীক্ষা ফল জানাতেন গ্রামে গ্রামে মণ্ডল ও পঞ্চায়তদের। কিন্তু বাঙালী কৃষক নূতন রকমে চাষ বাস করতে চায় না। কাজেই মিলন মিত্র মহাশয়ের "আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র" নিজের আদর্শে নিজেই জড়িয়ে থাক্‌ত। তাঁর জমিদারীতে তিনি দু'জন কবিরাজ ও একজন হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক নিজ ব্যয়ে নিযুক্ত করেছিলেন।

তাঁর দারুণ সখ ছিল শীকারের। জলঙ্গী নদীর ধারে তাঁর বোরোখালি পরগণায় জঙ্গল ছিল। সেখানে বাঘের বাসা। চরে অসংখ্য কুমীর—আর ঝোপে বন-বরাহ অনেক। তিনি বাছুরের মত বড় একটা বুনো শুয়োর মেরেছিলেন একবার।

মিলনবাবুর মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী লতিকা মিত্র—শিক্ষিতা। তিনি কলিকাতার নামজাদা উকীলের

কন্যা। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য যে তিন বৎসরের একমাত্র পুত্র বাগানের ফুলের মত ফুটে অকালে ঝরে পড়েছিল। সে জীবিত থাকলে আজ দশ বছরের ছেলে হ'ত।

মিলনবাবুর বজরা ছিল—তাতে তিনি ও শ্রীমতী লতিকা নদীতে বেড়াতেন আর সুবিধা পেলে শীকার করতেন। পাখি মারতেন না মিত্র মহাশয়—কারণ পাখির ডাকে তিনি আনন্দ পেতেন।

শনিবার রাত্রে মিলনবাবু ও শ্রীমতী লতিকা বজরায় বার হ'য়েছিলেন। রাত্রে তাঁরা ফিনিকমারির বাঁকের মুখে চর থেকে দশ হাত দূরে নদীর মাঝে বজরা নঙর করেছিলেন। একেবারে নদীর কূলে নৌকা রাখা নিরাপদ নয় এ রকম বনে।

ফিনিকমারিতে জলঙ্গীর সাথে মিশেছে কলকলি নদী। কলকলির মোহানা ঈষৎ বৃত্তাকারে জলঙ্গীকে ধরেছে। সেই মুখে জলঙ্গীকে পৃথক করেছে একটা উচ্চ ভূমি। তার কোলে দু'দিকেই বালির চর। সেই উঁচু জমিতে উঠ্‌তে পারলে দু'দিকে দুই নদী দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একের বালুচর থেকে অন্যকে দেখা যায় না।

তখনও ঊষার আলো পৃথিবীকে রাঙায় নি। অগ্রদূত হিসাবে লাল পল্টন পূব গগনে উঠে দেখছিল অন্ধকার অসুরের বাহিনী। আকাশ থেকে আঁধার পালিয়েছিল—কোনো কোনো স্থানে গাছের ঝোপে লুকিয়ে ঊষা-কিরণের স্কাউটদের হাসিমুখ দেখে কাঁপছিল।

নদীর মোহানায়—৫৫ পৃঃ

শ্রীমতী লতিকা পাখির ডাকে ঘুমিয়েছিল—পাখির ডাকে জাগলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে। একটা অব্যক্ত আনন্দে তার চিত্ত নেচে উঠ্‌লো। তারপর, নদীর ধারে ভাঙ্গনের উপর দেখলে।

সর্ব্বনাশ। একটা বাঘ সোজা বসে আছে। অন্যদিকে মুখ। গড়ানে জমিতে তার নেজ—ঈষৎ দুলছে আড়াআড়ি।

সে ধীরে অতি ধীবে স্বামীকে তুললে। ইঙ্গিতে দেখালে বাঘ।

উত্তেজিত মিলন রাইফেল তুলে নিলে হাতে।

— চার —

অতি ভোরের ঝাপসা আলো ফিরিয়ে আনলে মণির জ্ঞান। সে মনের মাঝে ভীষণ বেদনা বোধ করলে—তার মা, তার দাদু—

কিন্তু প্রাণ তো যায় নি। নৌকা ঠেকেছিল একটা চরে। পাগলা নদীর আর গর্জ্জন শোনা যাচ্ছিল না। সে চোখ তাকিয়ে দেখলে—ওঃ বাবা এ নদীর মুখে একটা মস্ত নদী। সমুদ্র নাকি?

না আর জলে ভেসে যাওয়া হবে না! দিনের আলোয় যখন কুল পেয়েছে। কুলে নেবে দেখব কে কোথায় আছে। মাঠে নিশ্চয় রাখাল আছে—ক্ষেত্রে চাষী আছে! তারা খেতে দেবে· নিশ্চয়—আশ্রয় দেবে। আর যদি সন্ন্যাসী থাকে—

তার বুক চম্‌কে উঠ্‌লো। আহা! ভাই কেমন শান্তিতে ঘুমাচ্চে। কিন্তু না জাগালে যদি আবার ভেসে যায় দুরন্ত নৌকা।

—ভাই ঃ ভাই! কল্যাণ।

সে চোখ চাহিল।

মণিদা! ধরমরিয়ে উঠ্‌লো কল্যাণ! আলো তাকে নূতন ক'রে জীবন দিলে।

—বেঁচে আছি?

—নিশ্চয়! আর থাকব বেঁচে। দেখনা ভাই বালির চর। এখানে লোক আছে।

তখনও কল্যাণের মাথা গোলকধাঁধায় ঘুরছিল। রাত্রের বিভীষিকা—মরণের ভয়—তারপর স্বর্গে জননীর স্নেহ। আকাশের সিঁদুরের মত, তার মনের আকাশে জননীর সোনার হাসি উজল রঙে ঝক্‌ঝক্‌ করছিল।

সে বললে—মণিদা কে বাঁচিয়েছে জান?

—ভগবান! শ্রীহরি।

—হ্যাঁ! আর আমার মা। মা আমায় কোলে তুলে চুমু খেয়েছেন। জান মণিদা যেমন ছেলেবেলায় খেতেন।

মণির মন গেল মনোরমার কোলে। সে বললে—চটাপট্‌ পালাই চল ভাই। বাড়ি গেলে মা আমাদের অনেক আদর করবেন।

কল্যাণ বললে—আমরা মরে গেছি ভেবে মাসিমা কত কাঁদ-ছেন ভাই আর দাদু!

—হ্যাঁ! ও বাবা

মণি দেখালে, পাড়ের ওপর প্রকাণ্ড এক তেঁতুল গাছের নিচে বসে একটা বাঘ হাই তুলছিল। তার রঙীন মারবেলের মত দুটা চক্ষু তাদের নধর কচি দেহের প্রতি তাকিয়েছিল।

—কি করি?—সমকণ্ঠে বললে দু'ভাই।

আশ্রয়েব জন্য আর্শে পাশে তাকালে তারা। ওঃ! বাবা! এ আবার কি?

তাদেব নৌকার তিন দিকে তিনটে প্রকাণ্ড কুমীব—মরার মত পড়ে আছে তাদেব ঘিরে।

এর চেয়ে জলে ডুবে মরা ভাল ছিল—বললে কল্যাণ!—ভয় কি মরণে? মবলে মা'কে পাব। কিন্তু দাদা তুমি?

দাদার আর কথা বলবাব শক্তি ছিল না। সে পাটাব উপর আবার শুয়ে পড়লো। ধ্যান কবলে জননীর মুখ।

কল্যাণ বললে—মানুষ আমরা নহি তো মেষ।

মরণের মুখ দেখে হতাশের সাহস এসেছিল মণীন্দ্রের মনে। সে বললে—বাঘে যেমন ক'রে মেষ খায় তেমনি করেই খাবে আমাদের! মানুষ ব'লে শ্রদ্ধা করবে না।

কল্যাণ বললে—নৌকাটা নদীর মাঝে টেনে দব তারও উপায় নাই। এঁরা যদি একবার নেজের ঝাপটা মারেন তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবে।

মরণ যখন এত কাছে গোমরা মুখ ক'রে মরে লাভ কি? তারা হাস্‌লে।

বাঘ আর একবার হাঁ করলে। তার জিভ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়লো। কিন্তু বদ-চেহারা ঘুমন্ত কুমীর তিনটে তো সরছে না। সে দীর্ঘ দু'ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে বসেছিল। লাফিয়ে ছেলে ধরতে গেলে একটা কুমীর নিশ্চয় তার ন্যাজ কামড়ে ধরবে—আর একটা কামড়ে ধরবে তার পা। তৃতীয়টা যে কী কাণ্ড করবে তা' সে কল্পনা করতে পারলে না।

কুমীরগুলা ছাই—ভাবলে বাঘা। তারপর হাই তুললে।

কুমীর তিনজন চোখ বুজে মটকা মেরে পড়েছিল। মিটির মিটির করে এক একবার তাকাচ্ছিল।

প্রথমটা ভাবছিল—ঐ জানোয়ারটা ছাগল নয়। না হয় হক —একবার জলের ধারে এলে বুঝি।

দ্বিতীয়টা ভাবলে—অতদূর তেড়ে গিয়ে শীকার ধরা আমাদের বংশে বারণ।

তৃতীয়টা মনে করলে—হলদের ওপর কালো ডোরা। যদি সাঁতরে পার হ'তে চেষ্টা করে—বুঝিয়ে দি আমার চোয়ালের শক্তি—দাঁতের কেরামতি।

ছেলেরা ভাবছিল—মৃত্যু জলে ডুবে হ'লে বোধ হয় ভাল। কুমীরগুলা টিকটিকির মত হ'লেও দুষ্ট। বাঘগুলা অতি বদ্‌মায়েস। দেখা যাক তিন পথের কোন পথে পৃথিবী ছাড়ি।

ঠিক্ সেই সময় গুড়ুম ক'রে এক বন্দুকের শব্দ হ'ল।

বাঘ লাফিয়ে পড়লো নৌকার পাঁচ হাত দূরে—ভীষণ শব্দ ক'রে।

গণ্ডগোলে টিকটিকির মতো সরসরিয়ে নেমে গেল কুমীর তিন-জন জলে।

—ও মা। ও হরি! বাঁচাও! বাঁচাও! মা ও মা।—চীৎকার করলে ছেলে দু-জন।

তারপর দারুণ অন্ধকার তাদের ঘিরলে।

এ কিসের শব্দ! বালকের কণ্ঠ! মিলনবাবু ছোট বোটে লাফিয়ে ঠেলা মারলেন বজরায়। তাড়াতাড়ি ছুটে তেঁতুলতলায় উঠ্‌লেন। চরে পড়ে ভীষণ আর্ত্তনাদ করছিল বাঘ।

তিনি চকিতে তাকে আর একটা গুলী মারলেন। ঠিক দুটা চোখের মাঝে বিঁধলো গুলী। বাঘ ডিগবাজি খেয়ে বালির উপর পড়লো—জীবনহীন শব্দহীন, নড়বার শক্তিহীন—মাংসর ঢিপি।

একটা ক্ষুদ্র পানসীতে দুটি মূর্চ্ছিত বালক! মিলন মিত্র শীকারের দিকে না তাকিয়ে ছুটে গেল মণি ও কল্যাণের কাছে।

— পাঁচ —

পূর্ণ দু'ঘণ্টা পরে প্রথম কথা কহিল কল্যাণ।

—মাঁ! ও মা।

—এই যে বাবা।—বললেন লতিকা মিত্র।

সে ধীরে ধীরে চোখ মেললে—রক্ত-আঁখি। তপ্ত হাতে লতিকার হাত চেপে ধরলে। চোখ মুদ্‌লে। বললে—মা আর ছেড়ে পালাবে?

—না বাবা।

—ঠিক্ বলছ মা। লক্ষ্মী মা। পালিও না মা।

সে নীরব হ'ল। লতিকা ভাবলেন—আহা কোন্ অভাগিনী মায়ের ছেলে। কত না কাঁদছে এদের মা।

—মা—

—এই যে বাবা!

—বাঘটাকে বাবা মেরেছে?

—হ্যাঁ বাবা!

আবার নীরব হ'ল কল্যাণ। কিন্তু হাত ছাড়লে না।

কিছুক্ষণ পরে বললে—মা বাঘ আর কামড়াবে না?

—না বাবা। মরা বাঘ কি কামড়ায়?

—মণি দাদাকেও কামড়াবে না?

—না বাবা। একটু দুধ খাবে?

"বাবা একটু দুধ খাও"—৬০ পৃঃ

সে উত্তর দিলে না। লতিকা আস্তে আস্তে উঠ্‌বার চেষ্টা করলেন।

কল্যাণ চেপে ধরলে তাঁর হাত। বললে—না না না। সাধু ভাসিয়ে দেবে—অন্ধকার নদীর মাঝে। না না না।

—এই যে বাবা! আমি তো ছাড়ি নি।

সে চোখ চাহিল। বললে—মা তুমি কাঁদছ মা?

লতিকা চোখের জল মুছে বললে—না।

—মা হাস না মা। লক্ষ্মী মা!

ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকালে, লতিকা তার মুখ-চুম্বন কর্‌লে।

নির্ভর সুখে লতিকার হাত কপালে দিয়ে সে শুয়ে রহিল। আবার চোখ চাহিল।

—মা আমার নাম কল্যাণ কে রেখেছিল? বাবা?

—হ্যাঁ।

—দাদু না।

—না।

—বাবা বুঝি আগে এসেছেন স্বর্গে? তারপর তুমি, তারপর আমি?

কি জবাব দেবেন লতিকা ঠিক্ কর্ত্তে পারলেন না। মোটামুটি বুঝলেন যে ছেলেটি পিতৃ-মাতৃ-হীন আর তার নাম কল্যাণ।

তিনি বললেন—কল্যাণ বাবা একটু দুধ খাও।

ভৃত্যের হাত থেকে দুধ নিয়ে তিনি তাকে খাইয়ে দিলেন।

বজরার অন্য কক্ষে মিলনবাবু মণির কাছে বসে ছিলেন। পুরুষের মন—তিনি নানা রকম বিচার করে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন—ছেলে দুটি কোথা থেকে এলো। তাদের বিপদে তিনি যেমন বিধাতার কঠোর বিধান দেখলেন—তাদের উদ্ধারে তেমনি জগদীশ্বরের দয়া দেখলেন। সমস্ত ব্যাপারটা যেন স্বপ্ন।

মণি চোখ চাহিল। তাঁকে দেখলে। তার বিকার হয়নি।

সে বললে—আপনি বাঘ মেরেছেন?

তিনি বললেন—হ্যাঁ।

এবার সে একটু ভয়ে বললে—আমরা ডুবে যাব না?

—ডুব্‌বে কেন বাবা? তোমরা কোথা থেকে এলে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কল্যাণ কোথা?

—ও ঘরে। তোমরা কোথা থেকে এলে?

তার মাথা বেশ সাফ্ হ'য়েছিল। সে বললে—আমরা একটা ভণ্ড সাধুর বুজরুকি ধরিয়ে দিয়েছিলাম। সে আমাদের দু'জনকে মিথ্যা কথা ব'লে—একটা নৌকায় চাপিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কল্যাণ আমার মাসিমার ছেলে। মাসিমা স্বর্গে। ওকে আর আমাকে রাত্রে মাসিমা বাঁচিয়েছেন। আর সকালে আপনি। আপনি কে?

—আমি। আমি ভগবানের চাকর। তোমরা কোন গ্রামের লোক?

সে গ্রামের নাম বললে, দাদুর নাম বললে। বড় মন-কেমন করছে বললে, আর বললে ভারি ক্ষুধা পেয়েছে।

তাড়াতাড়ি তাকে অন্য কক্ষে নিয়ে গেলেন মিলনবাবু। ডিম, গরম দুধ, পাঁওরুটি আর কাঁচাগোল্লা খাওয়ালেন।

লতিকার হাত বাঁধা কল্যাণের হাতে। তাঁর নড়বার উপায় নাই। তিনি বললেন—আর কিছু খাবে বাবা ?

শব্দে কল্যাণের ঘুম ভাঙ্গলো। এবার তার জ্ঞান এলো। সে চারিদিকে তাকালে। লতিকার হাত ছেড়ে দিলে। লজ্জা হ'ল। বললে—মণিদা।

লতিকা বললে—বাবা কল্যাণ তুমিও একটু খাও।

সে উঠে বস্‌লো। লতিকা তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—আমি তোমার মা। কেমন বাবা। বল মা।

সে ধীরে ধীরে বললে—স্বপ্ন দেখছিলাম স্বর্গের মা'কে। ওঃ। আপনি বুঝি আমায় বাঁচিয়েছেন ? আপনি আমার মা। নিশ্চয় মা।

—আর আমার মাসিমা।—বললে মণি।

লতিকার চোখ ভরে গেল জলে। তিনি দু'জনকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন—ভগবন! শ্রীহরি! কি পুণ্য করেছিলাম হরি!

— ছয় —

রবিধার বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লেন না বিষ্ণুবাবু। মনোরমা সত্যিই কান্নার চৌবাচ্চায় ভাস্‌ছিলেন।

বেলা তিনটার সময় নফর একখানা চিঠি দিলে দিদিমণির হাতে।

ভারী চিঠি। অমন চিঠি অনেক আসে। মনোরমা ফেলে রেখে দিলে চিঠি বাক্সর উপর।

কিছু পরে প্রতাপবাবু এলেন। তিনি গুরু-ভক্ত। হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে প্রতাপবাবু জোর করে তোলবার চেষ্টা করলেন—সাড়ে তিনটের সময়।

—স্যার উঠুন। শুয়ে থাকলে কি হবে? রমাকে দেখুন।

তিনি উঠ্‌লেন।

মনোরমা ভাবলেন একটু অন্যমনস্ক করবেন পিতাকে। নিজের বেদনা গোপন ক'রে তিনি বললেন—বাবা একখানা চিঠি এসেছে।

—দেখি।

অচেনা হাতের লেখা। তিনি খুললেন। তিনখানা চিঠি। তাঁর হাত থেকে দু'খানা চিঠি পড়ে গেল।

বিষ্ণুবাবুর হাত কাঁপছিল। মুখ উজ্জ্বল হ'ল। চক্ষু স্থির হ'ল। বললেন—রমা, রমা, রমা।

মনোরমা ভাবলেন পিতা পাগল হ'ল। তাঁকে ধরলেন। বৃদ্ধ কাঁপছিলেন। মনোরমা বললেন—প্রতাপদা ধর।

বৃদ্ধ বললেন—ধর কি রে! রমা! বেঁচে আছে! বেঁচে আছে। প্রাণে মরেনি—রমা এই দেখ্।

রমা দেখলে ছেলের হাতের লেখা। দুই ভায়ের সহি।

"দাদু—বড় লজ্জা করছে। ঠিকানা জিজ্ঞাসা করবেন না। শীঘ্র যাব। সুখে আছি। ভাববেন না। দাদু মাকে ভাবতে বারণ করবেন। সাধু ভাসিয়ে দিয়েছিল ছোট নৌকায়। এঁরা বাঁচিয়েছেন—মাসিমা আর মেসোমশায়। শীঘ্র যাব। প্রণাম—মণি।

বাঁচিয়েছেন বাবা আর মা—কল্যাণ।

দু'বার পড়লে মনোরমা। তারপর কাটা কলাগাছের মত মাটিতে পড়লো। জ্ঞান নাই—হাসি নাই—কান্না নাই।

—আপনি রমাকে দেখুন স্যার। আমি আসছি—বলে ছুটল প্রতাপচন্দ্র।

ফকিরকে প্রশ্ন করে কোনো সন্ধান পেলেন না প্রতাপবাবু পত্রবাহকের। নিজের দু'জন চালাক-চতুর লোককে হুকুম দিলেন, যে লোক চিঠি এনেছিল তার খোজ করবার। দেশের আশেপাশে অচেনা লোক পেলেই ধরে আনবে।

প্রতাপ যখন ফিরে এলেন তখন মনোরমার জ্ঞান হ'য়েছে। তিনি আনন্দে দ্বিতীয় চিঠি পড়ছেন।

দ্বিতীয় চিঠি শ্রীমতী লতিকা মিত্রের। অবশ্য নাম ধাম ছিল না। তাতে লেখা ছিল—

শ্রীচরণেষু,

আপনার কন্যা শ্রীমতী মনোরমার মত আমি মণি ও কল্যাণকে যত্ন করতে পারব এত বড় স্পর্দ্ধার কথা বলতে পারি না। কল্যাণ ভয়ে বিকার-গ্রস্ত হ'য়েছিল। সে অবস্থায় সে আমায় জড়িয়ে ধ'রে মা মা ব'লে ডাকছিল। মা আমায় ছাড়বে না ব'লে —সে আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল তাকে না ছাড়া। সে অবস্থায় সে তিন চার ঘণ্টা ছিল। এখন সে সুস্থ হ'য়েছে। কিন্তু তাকে আমরা উঠ্‌তে দিচ্ছি না।

আমি আপনার কন্যা। আমাকে আপনি কন্যা ব'লে গ্রহণ করুন। আমি ভিক্ষা চাইছি কল্যাণকে একমাসের জন্য। তার স্কুল এখনও একমাস বন্ধ। এ সময়টা তাকে আমার কাছে থাক্‌তে দিন। বাবা ভগবান আমায় এই পুত্রটি দিয়েছেন। আর একটি কেড়ে নিয়ে। একমাস সুখে থাক্‌তে দিন।

মণীন্দ্র শক্ত ছেলে। কিন্তু তাকেও বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে দিই নাই। ডাক্তারবাবু হুকুম দিলে তাকে পাঠাব দু' এক দিনের মধ্যে। তাকেও ছাড়তে প্রাণ চাহিতেছে না। কিন্তু মনোরমা দিদির দাবী অধিক।

বাবা ছেলে দু'টা যেমন মিষ্ট তেমনি দুষ্ট। কিছুতে আমাদের পরিচয় দিতে দেবে না। বলছে তা হ'লে এখনি আপনারা এসে তাদের নিয়ে যাবেন। এটা বোকা-বুদ্ধি নিশ্চয়। কিন্তু

কথা দিয়েছি তাদের। কেমন ক'রে এদের ধরিয়ে দিই এখন।

ক্ষমা করবেন। ভিক্ষা দেবেন। প্রণাম গ্রহণ করবেন।

আপনার কন্যা।

মনোরমা বললে—থাক্। আহা! মার প্রাণ।

প্রতাপ বললে—যখন এই ক'ঘণ্টাব মধ্যে লোক এসেছে তাবা খুব বেশী দূরে নাই।

তারা পড়লে তৃতীয় পত্র।

তার লেখক—মিলনবাবু। কিন্তু নাম ধাম নাই। লতিকার সুরেই সে চিঠি লেখা। তবে তাতে আছে—

"যেমন ক'রে পারেন সেই সাধুকে ধরবার চেষ্টা করবেন। আপনার দেশের জমিদাব—প্রতাপবাবু প্রবল এবং পরার্থপব। তিনি চেষ্টা করলে সাধু ধরা পড়বেই"।

প্রতাপবাবু বললেন—তারা নিকটেই আছে। কেবল সাধু কেন একেও খুজে বার করব। কারণ ইনি আপনাব ছাত্র ব'লে পরিচয় দিয়েছেন।

সাত —

দেশের উপর দিয়ে এত বড় ঝড় বহে গেল। তার ঝাপ্‌টা লাগ্‌লো সকলের গায়। সবার প্রাণে কষ্ট হ'ল যে দুটি ফুট্‌ফুটে আমুদে ছেলে রহস্যের মধ্যে ডুবে গেল। নৌকার দাঁড় প'ড়ে রহিল চরে—অথচ নৌকা নাই, দু'জন বালক নাই। দুরন্ত নদী। দুই আর দুই যোগ করলে যেমন চার হয় পাটীগণিতের গণনায়—তেমনি এ কয়টা কথা একত্র করলে বিচার ফল হয় যে, নৌকা চড়ে তারা নৌকা সামলাতে পারে নি, কোন অজানা দেশে ভেসে গেছে। বাকিটুকু ভাবতে প্রাণ শিহরে উঠ্‌লো।

দোয়েলপুরের সকল লোকের প্রাণে কষ্ট হ'ল। কেবল গোপনে সুখী হ'ল দু'জন—অশ্লেষা আর মঘা।

বাবুদের দিঘির পাড়ে ব'সে গৌর বললে—গুণ্ডার মত ভদ্রলোকের ছেলেদের চড় মারা আর গোঁয়ারতুমি ক'রে ঝরঝরিতে পানসী চালাতে যাওয়া এক কথা নয়।

লক্ষ্মণ-ভাই নিতাই বললে—গৌরদা কথায় বলে গোঁয়ারের মরণ গাছের আগায়। কতকগুলা গোঁয়ার আবার নদীর জলেও ডুবে মরে। কি বল দাদা ?

অশ্লেষা বললে—গোঁয়ার না হ'লে তাদের বন্ধু হয় কাবুলিওয়ালা। সকাল থেকে কাবুলিটা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। ওর ঐ এক কথা—সাধু তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

মঘা বললে—আসল কথা ওরা দৈত্যি। মবার খুলিটা কি রকম ক'রে ফাটালে বল ত। সিঁদুর-মাখা খুলি—সাধু শ্মশান জেগে খুলি এনেছিল। ওঃ।

নিরালায় পরনিন্দা বন্ধ হ'ল। তাড়াতাড়ি সেখানে এলো বণবীর। রণবীর উদাব, তার টুপী নিয়েছিল কল্যাণ কায়দা করে, বুদ্ধি খাটিয়ে। সাহস ক'রে সে কাবুলীব টুপীব সঙ্গে তাব টুপী বদ্‌লে দিয়েছিল বীবের মত।

যখন নৌকা চড়ার খবব পেলে রণু, তার প্রাণ শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠ্‌লো। কিন্তু নিরুদ্দেশের সংবাদে তাব প্রাণে বড় কষ্ট হ'ল।

রণবীর বীর। যে বীব সে বীবকে শ্রদ্ধা করে। যে ভালো সে পরের দোষ দেখে না।

এক মুখ হাসি, এক রকম নাচ্‌তে নাচতে, দিঘির চাতালে এলো যোধপুরী পায়জামা-পবা রণবীব। সদ্য ঘোড়া থেকে নেমেছে।

বন্ধুদের দেখে হাততালি দিয়ে বললে—গৌর-নিতাই শুনেছ? মণি-কল্যাণ বেঁচে আছে। তাদেব চিঠি এসেছে। মা হরিরলুট দিয়েছেন। আজ রাত্রে ঠাকুরবাড়িতে সঙ্কীর্ত্তন হবে।

অশ্লেষা-মঘা এক সুরে বললে—সত্যি নাকি?

রণু তাদের প্রাণের হিংসার জ্বালা বুঝলে না। যে মন্দ সে পৃথিবীকে মন্দ দেখে। যে ভালো সে বিশ্বসংসারকে ভাবে চমৎকার।

সে নিজের মনে বললে—আর শুনেছ ভাই শয়তানি! সেই দুষ্ট সাধুটা প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের ভাসিয়ে দিয়েছিল।

—বল কী—বললে গৌর। সাধুর ওপর তার ভক্তি হচ্ছিল।

—সত্যি বলছি। বাবা বলেছেন। বাবা গ্রামে গ্রামে গোমস্তাদের উপর হুকুম দিয়েছেন—যে সাধুকে ধরিয়ে দেবে তাকে নগদ একশো টাকা বখসিস্ দেওয়া হবে।

নিতাই বললে—নগদ একশো টাকা?

একশো টাকা শুনে লোভ হচ্ছিল তাদের। সাধুকে ধরিয়ে দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু—চড়।
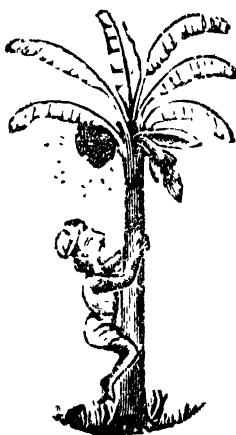
তৃতীয় ভাগ

— এক —

মণীন্দ্র চ'লে গিয়েছিল মামার বাড়ী। যাবার সময় দুটো প্রতিজ্ঞা করেছিল। প্রথম—সে আরামহাটীর ঠিকানা দেবে না কাকেও। দ্বিতীয়—সে তার মা ও দাদুকে বুঝিয়ে দেবে কত সুখে থাক্‌বে কল্যাণ একমাস এই গ্রামে। সে এই সময়ের মধ্যে ঘোড়ায় চড়তে শিখ্‌বে, মিঠাদীঘিতে সাঁতার কাট্‌তে শিখ্‌বে, আর তার নূতন মা-বাবা যদি রাজি হন তো, বন্দুক ছুঁড়তে শিখ্‌বে। শেষ কাজটা হবে হাওয়া বন্দুকে—কারণ অত ছোট ছেলের হাতে তাঁরা আসল গুলী-বারুদের বন্দুক দেবেন না।

কাগজ, কলম, মন, লেখে তিন জন। এ নিয়ম সকল কাজে সত্য। পক্ষীবাজের মত ঘোড়া আর তেপান্তরের মত মাঠ থাক্‌লে মানুষ ঘোড়ায় চড়তে পারে না। চাই মন—যার প্রধান উপকরণ সাহস এবং অধ্যবসায়। কল্যাণ এই দুই গুণে পনেরো দিনের মধ্যে অশ্বারোহী হ'য়েছিল। মাঠের মাঝে, নদীর চরে, গ্রামের কাঁচা রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে সে আনন্দ পেতো। মাঝে মাঝে যখন মনে হ'ত ভেসে যাবার দিন—তার মনে ভক্তি হ'ত ভগবানের প্রতি, যিনি দয়া ক'রে তাকে বাঁচিয়েছিলেন।

সে গ্রামের পথে মিলনবাবুর সঙ্গে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াচ্ছিল।

মিলনবাবুর কালো কষকষে ঘোড়া, কল্যাণের সাদা ধবধবে ঘোড়া। মাটির পথ—দুদিকে গাছ—তেঁতুল, বাবল, অশ্বত্থ, পাকুড় আর অশোক। তাদের ভিতর দিয়ে মাঠ দেখা যাচ্ছিল—মাঝে মাঝে আম-বাগান, কলা-বাগান, কেয়া গাছের ঝোপ।

ঘোড়াকে না ছুটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চল্‌ছিল তারা। মিলনবাবু বোঝাচ্ছিলেন—যখন ঘোড়ার জিনে বস্‌বে শিরদাঁড়া সোজা রাখ্‌বে। আব দু'পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থাক্‌বে ঘোড়ার কাঁধের দিকে ঘোরানো।

—এই রকম?—জিজ্ঞাসা করলে কল্যাণ শিক্ষকের শিক্ষার অনুরূপ দেহের অবস্থা ক'রে।

মিলনবাবু বল্লেন—ঠিক্ হ'য়েছে। সর্ব্বদা সাবধানে থাক্‌বে। কারণ ঘোড়া যতই ঠাণ্ডা হ'ক—সে প্রাণী, তার প্রাণে ভয় আছে, ইচ্ছা আছে, একটু খাম-খেয়াল আছে। হঠাৎ একটা সাপ কি শেয়াল কি বুনো শূয়োর অথবা উড়ো কাপড় দেখে ভড়্‌কে উঠ্‌তে পারে। তখন অসাবধান হ'লে প'ড়ে যাওয়া সম্ভব।

কল্যাণ বল্লে—বাবা আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ একবার একে চাবুক মারবেন। দেখি আমি নিজেকে সামলাতে পারি কি না।

মিলনবাবু হেসে বল্লেন—বাবা আমিও ঠিক্ ঐ কার্য্য করবার চেষ্টায় ছিলাম। ঐ দেখ।

মাঠের মাঝে চারটে সারস সোজা হ'য়ে ব'সেছিল—লাটসাহেবের বাড়ীর সামনে যেমন সেপাহী থাকে—সেই রকম ভঙ্গীতে।

“সারস সোঝা হয়ে বসেছিল”—৭২ পৃঃ

তাদের সু-গঠিত দেহ এবং পাখার রঙ্ যখন মুগ্ধ-নয়নে দেখ্‌ছিল কল্যাণ—মিলনবাবু হঠাৎ তার ঘোড়াকে চাবুক মার্‌লেন। ধবধবে সাদা ঘোড়া যখন ভয়ে পিছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো—সূর্য্য-কিরণ তার অঙ্গকে আরও শোভাময় করলে। তারপর ঘোড়া ছুট্‌লো খুব বেগে।

ঘোড়ার দেহের দিকে যদি পায়ের বুড়া আঙ্গুল থাকে জঘনের চাপ পড়ে ঘোড়ার দেহে। ঘোড়সওয়ার আর ঘোড়া এক হয়। যখন ঘোড়া কদমে যায় তখন স্থির হ'য়ে তার পিঠে ব'সে থাক্‌লে পড়বার ভয় থাকে না। অশ্ব এবং অশ্বারোহী উভয়ের আনন্দ হয়।

কল্যাণ খুব আনন্দ পেলে। সে যেদিকে ছুট্‌ছিল পথের শেষে বাঁকের মুখে একজন লোক আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকে দেখ্‌ছিল, তার কাছে এসে কল্যাণ ঘোড়া থামালে।

সে ব্যক্তি বিস্ময়ে বল্লে—কল্যাণ দাদাবাবু!

কল্যাণ তাকে দেখে বিস্ময়ে বল্লে—চম্পু!

চম্পু সহিস তার ঘোড়ার মুখ ধ'রে ঘোড়াকে আদর করলে। কল্যাণও ঘোড়ার কাঁধে আদর ক'রে থাবড়া মারলে। ঘোড়া সগর্ব্বে একবার কল্যাণের দিকে, একবার চম্পুর দিকে তাকালে।

চম্পু বল্লে—দাদাবাবু তুমি এখানে! আহা কি কদমবাজ ঘোড়া আর কি মজাসে তুমি চালাও দাদাবাবু।

কল্যাণ বল্লে—চম্পু তুমি এখানে কি ক'রে এলে?

সে বল্লে—বল্‌লে না পিত্যয় যাবে দাদাবাবু, ভগবান গরীবের কপালে লাভ দিয়েছেন। তোমারি তল্লাসে এসেছি দাদাবাবু।

এমন সময় হাসিমুখে তথায় মিলনবাবু এলেন। চম্পু ভূমি ছুঁয়ে তাঁকে অভিবাদন করলে।

কল্যাণী বল্‌লে—বাবা ইনি চম্পু। ইনি প্রতাপবাবুর ছেলে রণুর সহিস। আমাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এখানে এসেছেন।

চম্পু বল্‌লে—বাবুর কাছ থেকে সাহেব হুজুরের নামে চিঠি এনেছি।

মিলনবাবু বিলাতে শিক্ষালাভ করেছিলেন ব'লে লোকে তাকে সাহেব, সাহেব-বাবু বা সাহেব-হুজুর বল্‌ত।

সাহেব একটু হেসে বল্‌লেন—তুমি আমার আস্তাবলে গিয়ে বিশ্রাম করগে। তোমাদের দেশে সব ভাল ?

—হ্যাঁ সাহেব-বাবু সব ভাল। এই দাদাবাবুদের নিখুঁজি হওয়ায় গেরাম শুদ্ধু লোক কান্না-কাটি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মণি দাদাবাবুকে দেখে তখন সব ঠাণ্ডা হ'ল। সবাই হা পিত্যেস ক'রে ব'সে আছে কল্যাণ দাদাবাবুকে দেখ্‌বার তরে।

মিলনবাবু হাসলেন। তিনি বল্‌লেন—এখানে কি ক'রে এলে ?

সে বললে—নদীর ধারে সব জায়গায় বাবুদের কাছে আমার বাবু চিঠি দিয়েছেন। আমি বিলি করছি। আরও পাঁচ জনে বিলি করছে। আমার কপাল ভাল।

—আচ্ছা যাও। ঠাণ্ডা হওগে। তুমি মদনকে তো চেন।

—চিনিনা হুজুর! হুজুরের মদনও যেমনি আমিও তেমনি।

সে বাবুর হাতে চিঠি দিয়ে তাঁর বাড়ীর দিকে গেল।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে মিলনবাবু চিঠি পড়লেন—

"প্রিয়বরেষু—

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় বিষ্ণুবাবু অবসর নিয়ে দেশে এসেছেন। তাঁর দুটি নাতি এসেছিল তাঁর কাছে। এক সন্ন্যাসী তাদের হত্যা করবার জন্য তাদের ভাসিয়ে দিয়েছিল।"

তারপর চিঠিতে সন্ন্যাসীর কথা আছে, মণীর ফিরে যাওয়ার কথা আছে। চিঠিতে আরো লেখা ছিল—

"মণি মনোরমার ছেলে। তোমার বোধ হয় মনোরমাকে মনে আছে। অন্য ছেলেটি শোভারাণীর। সে পিতৃ-মাতৃ হীন। যেখানে আছে, মণি বলছে, খুব সুখে আছে। একমাস বাদে ফেরবার কথা। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি ছেলে-চোর ধরা দেবার পূর্ব্বেই আমি তাদের ধরব। যদি তুমি আর মেম-সাহেব চোর হও—শীঘ্র পত্রদ্বারা জানাবে। তোমাদের উপর আমার সন্দেহ হ'চ্চে।

"যদি তুমি চোর হও—তুমি ও তোমার স্ত্রী নিজে কল্যাণকে এখানে না আনলে আমরা তোমায় ক্ষমা করব না। হেড্‌মাষ্টার মশায়ের আশীর্ব্বাদ নিতে নিশ্চয় আস্‌বে।"

তারপর কুশল সমাচার ইত্যাদি ছিল।

চিঠি পড়ে নিজের মনে খুব হাস্‌লেন মিলনবাবু। তিনি পড়্‌বার জন্য পত্রখানি কল্যাণের হাতে দিলেন।

কল্যাণ ধীরে ধীরে চিঠিখানা পড়লে। ভীষণ রহস্য বোধ হ'ল তার। সে নিজের রহস্য জানালে মিলনবাবুকে—

—আচ্ছা বাবা আপনি আর প্রতাপবাবু বন্ধু ?

—নিশ্চয়। বাল্য-বন্ধু। ছেলেবেলায় এক স্কুলে পড়তাম।

কল্যাণ বললে—আপনি দাতুকে, মাসিমাকে—আর—আর—

—তোমাব স্বর্গের মাকে খুব চিনি। বাবা কল্যাণ তোমার স্বর্গের মা আর তোমার এই মা তুজনে খুব বন্ধু ছিলেন। এঁরা নিজেদের সখিত্বকে মধুর করবার জন্য—কনক-চাঁপা পাতিয়েছিলেন। তোমার এই মা আসলে তোমাব কনক-চাঁপা মা।

তারা বাড়ীর দিকে ফিরছিল। ক্ষণিক পরে কল্যাণ জিজ্ঞাসা করলে—এ সব কথা আগে বলেন নি কেন বাবা ?

তিনি বললেন—পুরাণোকে টেনে এনে কি হবে বাবা ? তুমি নবীন। তুমি নতুন ক'রে জন্মেছ সে দিন—কুমীর, বাঘ আর ঢেউ-ঘেরা আঁতুড় ঘবে।

সে হাসলে।

— দুই —

চিঠি প'ড়ে শ্রীমতী লতিকা মিত্রের মুখ ভার হ'ল। বিদায়-বাঁশীর করুণ সুর বেজে উঠ্‌লো তাঁর মনে। পুরাতন কথা মনে হ'ল—কনক-চাঁপা—তার হাসিমুখ। হেড্‌মাষ্টার মশায় বদলী হ'য়েছিলেন—শোভারাণীকে সে আর দেখে নি। ভগবান যদি কল্যাণকে তাঁর কোলে দি লন তো কেড়ে নিচ্চেন কেন? এ-কয়দিন প্রত্যহ তার স্বর্গের ক ক-চাঁপাকে স্মরণ কর্ত্ত। ছেলের মুখ একেবারে মার মুখের ছাঁচে তৈরি।

মিলনবাবু চম্পুকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—তোমাকে এক-খানা মহিষের গাড়ী দিচ্ছি চম্পু। তুমি বদরপুর অবধি ৮ ক্রোশ গাড়িতে যাও। তারপর নদী পার হ'য়ে তিন ক্রোশ হাঁটতে পারবে?

—গরীব লোক হুজুর গাড়ি কি হবে? হেঁটেই মেরে দব।

—না। দেরী হবে। আর কষ্ট হবে সুখের দিনে।

—দারুণ সুখের দিন হুজুর সাহেব।—বল্‌লে চম্পু।—কিন্তু হুজুর সন্ন্যাসী ধরা পড়লে তার দুঃখের দিন হবে।

মিত্র মশায় বল্‌লেন—তা হবে বৈ কি? দ্বীপান্তর হবে।

চম্পু বল্‌লে—হুজুর সে বাঁচলে তো তেপান্তর যাবে। কাব্‌লে-টার খুন চেপেছে। সে বল্‌ছে তাকে ঝল্‌সে খাবে। ওরা সত্যি কি মানুষ খায়?

বাবুসাহেব খুব হাসলেন তার সরল প্রশ্নে। তিনি বল্‌লেন—তোমরা তাকে আর খুঁজেই পাবে না।

চম্পুকে মা-ঠাকরুণ নূতন কাপড় দিলেন—নগদ পাঁচটি টাকা দিলেন আর বাবুর একটি পুরাতন সার্ট দিলেন।

যাবার সময় লতিকা বল্‌লেন—চম্পু তুমি দেখে গেলে তোমাদের দাদাবাবুর কোনো অযত্ন হয়নি।

চম্পু ধনী লোকের ভৃত্য। তার মনিব কৃতবিদ্য—সুজন। সুষ্ঠু ব্যবহার, মিষ্ট কথা চম্পুকে জনপ্রিয় করেছিল। সে বল্‌লে—কি বল্‌ছেন মা'ঠান। মার কাছে কি ছেলের অযত্নি হয় মা। তুমি যে মা ভগবতী।

এর পর তাঁকে অগত্যা বল্‌তে হ'ল—দেখ চম্পু—ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার জন্য একখানা সাড়ী রেখেছিলাম—তোমার স্ত্রীকে পরতে দিয়ো।

স্ত্রীর নামে লজ্জা হ'ল সহিসের। সে মাথা হেঁট ক'রে বল্‌লে—কি বলেন মা?

সে নিয়ে গেল তিনখানা চিঠি।

প্রথম পত্র লিখলেন মিলনবাবু বন্ধু প্রতাপনারায়ণকে—

"যখন ধরা পড়েছি দণ্ড অনিবার্য্য। আগামী সোমবার যাব সপরিবারে—সপরিবার মানে—নিজে, স্ত্রী এবং নূতন-পাওয়া ছেলে।

"দেখ প্রতাপ। স্ত্রী তার কনক-চাঁপার ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে প্রতিপালন করতে চায়—শিক্ষা দিতে চায়। যাতে

হেড্‌মাষ্টার মশায় রাগ না করেন এমন ভাবে বুঝিয়ে এ অনুমতি দেওয়াতে পার? তার কাকার অনুমতি আমি জোগাড় করব।”

পত্রে অবশ্য আরও কথা লেখা ছিল।

দ্বিতীয় পত্র লতিকার—শ্রীযুক্ত বিষ্ণু ঘোষ মহাশয় পরম পূজনীয় ইত্যাদিকে লেখা।

“বাবা—মেয়ের অপরাধ নেবেন না। আমি আপনার কনক-চাঁপা। শ্রীচরণ-দর্শন করতে শীঘ্র যাচ্চি। বাবা—কল্যাণকে ছেড়ে কি ক’রে থাক্‌ব আপনি শিখিয়ে দেবেন।”—ইত্যাদি।

তৃতীয় পত্র পরম পূজনীয়া শ্রীমতী মনোরমার—ঐ রকম সব কথা লেখা।

চতুর্থ পত্র নিম্নলিখিত রূপ—

মণিদা—

ভারি মজা হ’য়েছে। শীঘ্র দেখা হবে। এ দিকে সে দিন এক কাণ্ড হ’য়েছে। সন্ধ্যার সময় হাঁসের ঘরের কাছে একটা শেয়াল এসেছিল। আমি নবদখানার উপর থেকে আমার হাওয়া-বন্দুকে ছট্‌রা ভ’রে তার থুবনী তাগ ক’রে এক ফায়ার। সে মুখ গুঁজে পড়লো। তখন বাবার বড় কুকুর পিঙ্গো কোথায় ছিল—লাফিয়ে পড়লো তার ঘাড়ে। কিন্তু ভাই মণিদা শেয়ালটা এমন চালাক কি বল্‌ব! টপ্‌ ক’রে কি রকম ঘুরে গিয়ে এমন্‌ চোঁচা দৌড় দিলে যে পিঙ্গো হক্‌-চকিয়ে গেল। তাকে ধরতে পারলে না। কি কাণ্ড যে হ’ল কি বল্‌ব। শেয়ালটা রোজ হাঁস ধরবার মতলবে আসে।

হ্যাঁ মণিদা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম। সেই যে ছাতার মতন ক'রে কাটা কামিনী গাছটা আছে—তাতে একটা টুনটুনী পাখীর বাসা হ'য়েছে। কী ক'রে পাতায় পাতায় সেলাই ক'রে—তাতে পেঁজা তুলো দিয়ে বাসা করে—আশ্চর্য্য। কে শেখায় কে জানে। মা বল্লেন—ভগবান। মার মনের ভাব যে যা কিছু হয় ভগবান করেন। ঠিক্ মাসিমার মত।

মণিদা—কেয়া মজিদার একটা ছড়া শিখেছি। সেদিন হাতী চ'ড়ে যাচ্ছিলাম—গ্রামের ছেলেরা দল বেঁধে বল্‌তে লাগ্‌লো—

হাতী মামার গোদা পা।
মাহুত মামার মাথা খা॥

হাতীর ওপর বাবা না থাক্‌লে মাহুত নিশ্চয় ওদের মার্‌তো। মাহুত বল্‌লে—শ্যাম দেশে সাদা হাতী আছে।

জান ভাই—গোষ্টপুরের পথে একটা পানা পুকুর আছে। তার ওপর অনেকগুলা দল-পেপী বেড়াচ্ছিল। কিন্তু ডাহুকগুলা দেখ্‌তে বেশ। এদের ডাকটা ছাই। আচ্ছা মণিদা বল্‌তে পার পাখি কি ক'রে ধরে। আমি শিখেছি—মানে শুনেছি কি ক'রে ধরে। তিনটে ভোঁদড় দেখেছি।

মদন সহিস সে দিন বল্‌লে যে একটা সাপে ব্যাঙ্‌ ধরেছে। ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! সাপেদের রুচির বলিহারী। ব্যাঙ্‌ কি সুখে খায় বল্‌তে পার।

আবার ভাই দেখা হবে। দাদুকে, মাসিমাকে প্রণাম দিও।

কল্যাণ।

— তিন —

অশ্লেষা মঘার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হ'য়েছিল—কলিকাতা হ'তে আসা দুটি ছেলের জন্য। তাদের ক্রিয়া-কলাপ সুখ-দুঃখের গল্পে সারা দোয়েলপুর ভরপুর হ'য়েছিল। মণি ও রণবীরের মধ্যে আসল বন্ধুত্ব জন্মেছিল। সরল অমায়িক উদারতা মণি ও রণবীরের চরিত্রকে মধুময় করছিল। সে উদারতা, সে সরল অমায়িকতার মর্ম্ম বুঝলে না গৌর নিতাই। হিংসার যন্ত্রণায় এরা জ্বল্‌তে লাগ্‌লো।

যে দিন গ্রামে প্রচার হ'ল—আরামহাটীর মিলনবাবুর অতিথি হ'য়েছে কল্যাণ এবং শীঘ্র তারা দোয়েলপুরে আস্‌বে—একটা নিবিড় বেদনা চেপে ধরলে গৌর নিতাইকে। কি সর্ব্বনাশ। নামজাদা জমিদার মিলন মিত্র—তিনি সপরিবারে আস্‌ছেন—কলিকাতার বকাটে ছেলেটাকে মামার বাড়িতে ফেরত দেবার জন্য। বিড়ম্বনা।

যারা অপরাধ করে ধরা পড়বার পূর্ব্বে তারা নিজেদের অপরাধের স্থান দেখ্‌তে যায়। সাধু এতদিন বনে বাদাড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ ইচ্ছা হ'ল—একবার দোয়েল-পুর দেখে—সুদূর হিমালয়ে কিম্বা অন্য কোথাও পালিয়ে যাবে। বাঙ্‌লা দেশে থাকা বিপদ্‌। ধরা পড়্‌লে—ফাঁসিও

যদি না হয়—সারা জীবন আন্দামান দ্বীপে জেলে পচ্‌তে হবে।

সন্ধ্যার সময় গৌর-নিতাই নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখ্‌লে একটা ঝোপের ভিতর সাধু ঘুমাচ্চে। তারা তার নিকটে গেল।

ঝোপে-শোয়া শেয়াল, মানুষ দেখলে যেমন লাফিয়ে উঠে পালায়, সন্ন্যাসী তেমনি পালাবার চেষ্টা কর্‌লে।

গৌর বল্‌লে—সন্ন্যাসী ঠাকুর পালাবেন না। শুনুন। তারপর পালাবেন। আমরা শত্রু নই বন্ধু।

সে দাঁড়ালো।

নিতাই এক নিমেষে সব কথা তাকে শোনালে।

—হুঁ—বললে সন্ন্যাসী।—ধর্‌বে। অত সোজা নয়।

বনের ভেতর শুক্‌নো পাতার মর্ম্মর শব্দ হ'ল।

তারা তিনজনে দেখ্‌লে—লাঠি তুলে আস্‌ছে কাবুলী গুরগন খাঁ।

গৌর-নিতাই চালাক ছেলে। বুঝলে তারা সাধুর বন্ধু এ কথা রাষ্ট্র হ'লে তাদের পিঠের চামড়া থাক্‌বে না। অথচ চীৎকার করলে—সাধু সাবধান হ'য়ে পালাতে পারে।

—আগা সাব। পাক্‌ড়ো—বল্‌লে তারা।

সাধু পিছনে তাকিয়ে দেখ্‌লে—আফগান বাঘ। সে হরিণের মত মারলে একটা লাফ।

কাবুলী তাকে তাগ ক'রে লাঠি ছুড়লে। লাঠিটা লাগ্‌লো না।

সে লাফিয়ে পড়লো নদীর কূলে।

কাবুলীও লাফালো।

ছেলে দুটা কি করে? পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো, ব'লে চীৎকার করতে লাগ্‌লো। ধরা তো পড়বেই সাধু—নগদ একশো টাকা তারা ছাড়ে কেন? তার উপর যশ।

সে একবার গুরগণকে ফ্ল্যাট রেসে হারিয়েছে। এবার গুরগণ কাপ লাভ কর্ত্তে কৃতসঙ্কল্প। সে একহাতের মধ্যে এলো সাধুর।

বে-গতিক দেখে সাধু জলে লাফিয়ে পড়লো। দে সাঁতার—দে সাঁতার।

পাহাড়ে চড়্‌তে পারে কাবুলী। সোজা জমিতেও ছুট্‌তে পাবে। কিন্তু সাঁতারের ব্যবস্থা নাই তার দেশে।

সে জলে নাম্‌তে পারলে না। বড় বড় মাটির চাঙর ছুড়তে লাগ্‌লো সন্ন্যাসীকে টিপ্‌ ক'রে।

সাধু মাথা নিচু ক'রে সেগুলা হ'তে রক্ষা করলে আপনার শির। সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে সে মাঝনদীতে পৌঁছিল। সেখানে খরস্রোত।

টানে সে তৃণের মত ভেসে গেল। যখন বাঁক ঘুরলো—এরা আর তাকে দেখ্‌তে পেলে না।

গৌর-নিতাই যখন-যেমন তখন-তেমন। ছোট খোকা বেঁচে আছে—পত্র এসেছে—সাধু তাদের ভাসিয়েছিল—এখন নিজে ভেসে গেল—এ সমাচার তাকে দিল।

আনন্দে কাবুলী মাথার পাগড়ি খুলে ঝাঁকড়া চুলগুলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লো। আর চীৎকার ক'রে ভগবানের গুণ গাহিল—।

আল্লা—হো—আক্‌বর।

শেষ